আটআনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রিনবতিতম গ্রন্থ

প্রজাপতির-দৌত্য

শ্রীঅজয়কুমার সেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কার্ত্তিক—১৩৩০

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত

জলধর গ্রন্থাবলী

(প্রথম খণ্ড)

মূল্য—২৲ টাকা, বাঁধাই—২৷৹ টাকা

জলধর-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে সর্ব্বজন-আদৃত
নিম্নলিখিত সাতখানি পুস্তক ছাপা হইল—

১। হিমাদ্রি	(হিমালয় ভ্রমণ)	৸৵
২। চোখের জল	(উপন্যাস)	১৷৹
৩। প্রবাস চিত্র	(ভ্রমণ)	১৲
৪। পাগল	(উপন্যাস)	১৷৹
৫। পুরাতন পঞ্জিকা	(ভ্রমণ)	৸৹
৬। করিম সেখ	(উপন্যাস)	৸৹
৭। আশীর্ব্বাদ	(গল্প-সংগ্রহ)	১।৹

পুস্তকের ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট—ছয়শত চব্বিশ পৃষ্ঠা
এই সাতখানি অমূল্য গ্রন্থের সমাবেশে প্রথম খণ্ড
"জলধর গ্রন্থাবলী"—মূল্য—২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা

মাতাপিতার
শ্রীচরণে—

নিবেদন

বই ছাপাতে গেলেই তার একটা ভূমিকা না কি চাই; এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আমার এই গল্প-সংগ্রহের একটা ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়কে অনুরোধ করি। তিনি আমার কথা শুনে হেসে বল্লেন "অনেকের বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছি; কিন্তু ছেলের বইয়ের ভূমিকা লেখা বাপের পক্ষে মোটেই শোভন হবে না। আর, এ রকম গল্পের বইয়ের কোন ভূমিকারই দরকার দেখিনে——বই যদি ভাল হয়, তা-হ'লে বিনা ভূমিকাতেই বিক্রী হবে; আর আসলে যদি পদার্থ না থাকে, তা হ'লে হাজার ঢাক-ঢোলই বাজাও, বই পোকায় কাটবে।"

সুতরাং এই বইয়ের ভূমিকা লেখাই হোল না; পিতৃদেবের কথা কঁয়টী নিবেদন ক'রেই আমি আমার বইয়ের ভূমিকার কাজ শেষ করলাম।

জামসেদপুর
কার্ত্তিক, ১৩৩০

শ্রীঅজয়কুমার সেন

প্রজাপতির দৌত্য

১

অতি প্রত্যূষে বাসা হইতে বাহির হইয়া দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত চরণে ও অবসন্নচিত্তে রমেন যখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "এতটা বেলা পর্যন্ত বন্ধুদের বাসার বাসায় ঘুরে না বেড়িয়ে সকাল-সকাল নেয়ে-খেয়ে নিলে ভাল হয় না ?"

মার কথার উত্তরে কোন কথা না বলিয়া সে বলিল, "মা, তপেন আজ সকালে এসেছিলে ?"

বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন, "কই, তাকে ত আজ দু'দিন ধরে দেখ্‌তে পাই নি। তুই সব বন্ধুর বাসা বেড়িয়ে এলি অথচ তার বাসায় একবারও যেতে পারলি না। আচ্ছা, রমেন, তুই দিনকে দিন কি রকমের হোয়ে যাচ্ছিস্ বল্ ত ?"

তাঁহার এই কথায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, মনে মনে সে ভাবিতে লাগিল তাই ত তপেন কেন আজ দু'দিন হোল

আসছে না। সে কি তবে আমাদের উপর রাগ কোরেই আসছে না, না, অন্য কোন কারণ আছে।

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, তাহার মা বলিলেন, "বিকাল-বেলা তার ওখানে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসিস্, আর বলে আসিস্ সে যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। দু'দিন হোল তার কোন সংবাদ না পেয়ে মনটা বড়ই খারাপ হোয়ে আছে।" এই বলিয়া একটু চলিয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আর শুয়ে থাকিস্ নে বাবা, ওঠ্, উঠে নেয়ে খেয়ে নে—আর কত বেলা কোরব বল্ ত ?"

"না মা, এই উঠ্‌ছি" বলিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল।

ঘরের বাহির হইবামাত্র চাকর আসিয়া তাহার হাতে এক-খানা চিঠি দিল। চিঠি দেখিয়া তাহার মা ব্যগ্র-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি রে ?"

"আমার চিঠি।"

"কোথা থেকে এল ? অনেকদিন হোল শেখরের কোন খবর পাই নি !" বলিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে সংবাদের আশায় রমেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেনের চিঠি পড়া শেষ হইয়া গেলে, পুনরায় তিনি বলিলেন, "কে লিখেছে বল্‌লি না ?"

রমেন বলিল, "বর্দ্ধমান থেকে বৌদিদি আমাদের যেতে লিখেছেন; সেখানে একটা প্রকাণ্ড স্বদেশী মেলা বস্‌বে, তাই দেখ্‌তে।" কথা শুনে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিলেন,—

"তবে তারা সব ভাল আছে—কেমন রে? তা বেশ 'ত, তুই আর তপেন না হয় গিয়ে দেখে আয় না?"

"তাই যাব" বলিয়া সে স্নানের জন্য নীচে নামিয়া গেল।

সমস্ত দিনটা তপেনের প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দিয়াও যখন তাহার আসিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না তখন সে তাহার খোঁজে তাহার মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। নীচে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, উপরে উঠিয়া দেখিল, তাহার ঘরের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত। সে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তপেন সাম্নের বারান্দায় বসিয়া একমনে গুণ গুণ করিয়া কি যেন একটা গান গাহিতেছে। সে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথের সেই চির-প্রসিদ্ধ মধুর গানটি শুনিতে পাইল। গানটি একবার গাওয়া হইয়া গেল; তাহাতে তৃপ্তি হইল না; পুনরায় সে অত্যন্ত তন্ময় ভাবে সেই গানটিই ধরিল,—

"আমার নিতি সুখ ফিরে এস,
আমার চিরদুঃখ ফিরে এস,
আমার সব সুখদুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস।"

গানটি যখন ক্রমশঃ করুণ, করুণতর, করুণতম হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন রমেন আর আত্ম-গোপন করিতে না পারিয়া তড়িৎ গতিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই, কার প্রতীক্ষায় তুমি তোমার তৃষিত তাপিত-হৃদয় লইয়া বসিয়া আছ। কে তোমার সেইজন—যার জন্য তোমার এত ব্যাকুলতা?" কথাটা তাহাকে অসম্ভব রকমে চকিত করিয়া তুলিল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে অশনিপাত হইলে লোকে যেমন সহসা চঞ্চল স্তব্ধ হইয়া উঠে, তেমনি রমেনের কথায় তপেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "কতক্ষণ হোল এসেছ হে—এতক্ষণ ডাকনি কেন?"

ব্যঙ্গ-মিশ্রিত সুরে রমেন বলিল, "তুমি এতক্ষণ কি তোমাতে ছিলে যে তোমায় ডাকব?"

"কেন আমি কি সমাধিমগ্ন হোয়েছিলাম নাকি?" বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"আমি মাকে গিয়া তোমার কথা বোলে দেব।" এই বলিয়া সে ঘরখানিকে উচ্চ হাসির রৌলে ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

"যা, যা আর বাজে বকিস্ না—আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তাই—"

"শরীর ভাল না থাকার লক্ষণ বুঝি এই?"

"না, না, এমনি মনের আবেগে গাইছিলাম—এতে কি কোন দোষ আছে?"

"না দোষ আবার কি—তবে এই দু'দিন আমাদের বাসায় যাওনি কেন? এও কি শরীর ভাল না থাকার কারণ?"

"বাস্তবিকই আমার শরীর খারাপ ছিল।" বলিয়া সে রমেনের দিকে চাহিল।

"এর বিচার আর আমি কি কোরব—মার কাছে গেলেই সব ঠিক হবে।" বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া লইয়া, দুজনে বাহির হইল।

তারপর তাহারা দুই বন্ধুতে সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিল। রমেনের স্নেহময়ী মাতা তপেনকে অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "বাবা তপেন, এই ক'দিনের মধ্যে তোমাকে একবারও দেখ্‌তে পাই নি; তোমার শরীর ভাল আছে ত ?"

এই কথাটার কি উত্তর দিবে তপেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, নীরব হইয়া রহিল। তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, রমেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "যার এমন সুস্থ সবল শরীর, তার আবার অসুখ হবে—অসুখের সাধ্য কি যে তপেনের কাছে এগোয় মা ?"

রমেনের কথা শুনিয়া তাহার মায়ের গা-টা ছম ছম্‌ করিয়া উঠিল; বলিলেন, "যা বাছা, ওকে আর বিরক্ত কোরিস্‌ না। কি এমন ওর শরীর তুই দেখ্‌ছিস্‌ যে যখন-তখন সময়-অসময় অমন কোরে বলিস্‌ ?"

মৃদু হাসিয়া রমেন বলিল, "তপনের এই শরীর যদি মা কিছুই না হয়, তবে আমাদের এই শরীর নেই বোল্লেই চলে ?"

"বাবা তপেন, তোমাদের জন্য আমি চা তৈয়ারী কোরে রেখে দিয়েছি—যাই নিয়ে আসি !" বলিয়া তিনি চা আনিবার জন্য রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কি স্নেহময়ী ও মহিমময়ী এই রমেনের মা ! তপেন অনেক-দিন বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে—ইনি মানবী না দেবী !

দুইজনের হাতে গরম গরম দুই কাপ্‌ চা দিয়া মা মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা তপেন, আজ বৌ-মা চিঠি লিখেছেন তোমাদের সেখানে যেতে।"

তপেন রমেনের মাকে মা বলিয়া ডাকিত। সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিল, "কেন মা ?"

"সেখানে কি একটা মেলা বোস্‌বে তাই দেখ্‌বার জন্য।"

"তা বেশ ত, চল না হে রমেন—একদিন যাওয়া যাক্‌।" এই বলিয়া সে রমেনের দিকে চাহিল।

রমেন কহিল, "আমার কি আমি সব সময়েই যেতে প্রস্তুত।"

"আমিও কোন অপ্রস্তুত।"

এমন সময় রমেনের মাতা বলিলেন, "তা হোলে কালই যা না কেন সকালের ট্রেণে।" এই বলিয়া তিনি খাবার আনিবার জন্য গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

রমেন বলিল, "তবে কালই যাওয়া ঠিক্, কেমন ?"

"নিশ্চয়ই।"

২

নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই বন্ধুতে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ষ্টেশনে অসম্ভব জনতা। ক্ষুণ্ণ-মনে রমেন বলিল, "এই ভীড়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।"

রমেনের কথা শুনিয়া তপেন বলিল, "অসম্ভবকে সম্ভব কোরে নিতে হবে ?" এই বলিয়া সে বিপুল জনসঙ্ঘের দিকে নিমেষের জন্য চাহিয়া দেখিল।

তপেনের অদম্য উৎসাহ দেখিয়া রমেন কিঞ্চিৎ সাহস পাইল বটে, কিন্তু সে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিল না; বলিল,

"তপেন তুমি গিয়ে তবে টিকিট কোরে নিয়ে এস ত ভাই আমার দ্বারা ও-সব হবে না।"

সেও তখনই মনিবন্ধের ঘড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আর ত দেরী করা চলে না—টিকিটটা কোরেই আনি।" এই বলিয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল।

রমেন আর কি করিবে, সে একটি সুটকেশের উপর বসিয়া যাত্রীদের আনাগোনা দেখিতে লাগিল। যখন সে উহাতে তন্ময় এমন সময় হঠাৎ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে তপেন আসিয়া বলিল "রমেন ওঠ, আর দেরী করা হবে না। আজ স্থান পাওয়া বড়ই কষ্টকর রে।' এই বলিয়া সে তীরবেগে জিনিষপত্র সব কাঁধের উপর ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

ষ্টেশনের প্লাটফরমে আসিয়া তাহারা দুই বন্ধুতে কোন রকমে একটি গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিজেদের জিনিষগুলি গুছাইতে গুছাইতে তপেন গম্ভীর স্বরে বলিল "আজকের এই দিনে কি রকমে যে কার্য্যোদ্ধার ক'রতে হয়, তা' দেখলি ত?"

উত্তরে রমেন বলিল, "এ কথা ঠিক যে তুমি না থাক্‌লে আজ আমাদের যাওয়াই হোত না। এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

তপেন বলিল, "তোমার মত পলকা শরীর নিয়ে কোন কঠিন কাজ করা চলে না। শরীরকে কত তোয়াজে রাখ্‌তে হয়, তার তুমি কি জান্‌বে বল?" এই বলিয়া সে গর্ব্বোৎফুল্ল নয়নে তাহার দিকে চাহিল।

যথাসময়ে গাড়ী যাত্রীর দল লইয়া ছাড়িয়া দিল।

৩

গাড়ী আসিয়া যখন একটি ছোট ষ্টেসনে লাগিল, তখন অনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটী চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কিশোরীকে লইয়া সেই কামরার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "সরযু, এদিকে আয়—এই গাড়ীতে যায়গা আছে।"

নবাগতকে গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া একজন আরোহী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই গাড়ীতে স্থান নেই মশায়, অন্য গাড়ীতে যান ?"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, "একটু স্থান দিন মশায় —আর ত সময় নাই যে অন্য গাড়ী'তে গিয়ে উঠ্‌ব ?"

"না মশায়, এখনও গাড়ী ছাড়্‌তে বিলম্ব আছে; অন্য গাড়ীতে দেখুন।" এই বলিয়া সেই আরোহীটি যেটুকু বসিবার স্থান খালি ছিল, সেই স্থানে নিজের দেহভার এলাইয়া দিল!

যখন এই প্রকারের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, হঠাৎ তখন তপেনের দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজার নিকটে আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল "ওঁকে নিয়ে আপনি এই গাড়ীতেই উঠুন। এখানে অনেক জায়গা আছে।"

একটি অপরিচিত যুবকের মুখে সাগ্রহ আহ্বান শুনিয়া বৃদ্ধ স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে তপেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাবা, আমাদের

কি স্থান হবে ? উনি যে বোল্‌ছিলেন, এ গাড়ীতে স্থান নেই —তবে কি কোরে স্থান হবে বাবা ?"

স্থান নাই শুনিয়া তপেন সেই আরোহীটির প্রতি অবজ্ঞা ভরে চাহিয়া বৃদ্ধকে বলিল, "মহাশয় ! আপনি উঠুন ত ; তারপর জায়গা আছে কি নেই, তা আমি বুঝব'খন।" রমেনকে ডাক দিয়া বলিল, "শীঘ্র নীচে গিয়ে ওঁ'দের তুলে দাও—গাড়ী ছাড়্‌তে আর বেশী দেরী নেই ?" এই বলিয়া রমেনকে জোর করিয়াই গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল।

সরযুকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, তপেন অগত্যা নিজেই নীচে নামিয়া গিয়া সেই অপরিচিত কিশোরীর এবং বৃদ্ধের হাত ধরিয়া অতি যত্নের সহিত গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিল। এত লোকের সামনে একজন অপরিচিত লোক আসিয়া সরযুর হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়াতে, তাহার গা লজ্জায় কাঁটা দিয়া উঠিল। সে তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—কি লজ্জার কথা !

গাড়ীর একপাশে সরযুকে অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার দাদামহাশয় আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিলেন, "দিদি, এখন লজ্জা করবার সময় নয়। ওঁরা যদি আজ এই বিপদে রক্ষা না কোর্‌তেন, তা' হোলে সারাদিনটা কি কষ্টেই আমাদের যেত বল দেখি ?" এই বলিয়া তিনি সেই অপরিচিত যুবকদ্বয়ের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিলেন।

যখন একে একে সমস্ত জিনিষ গাড়ীতে তোলা শেষ হইয়া

গেল, তপেন গাড়ীতে উঠিয়া তাহাদিগকে একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন—ওদিকে গিয়ে বসুন না?" এই বলিয়া সে একবার নিমেষের মধ্যে সেই কুন্দেন্দুধবলা ব্রীড়াবনতমুখী সরযূর দিকে চাহিল।

তপেনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধটি সরযূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সরযূ, চল না ঐদিকেই যাই।"

দাদামহাশয়ের কথায় সরযূ বলিল, "ওদিকে যাবার দরকার কি দাদামহাশয়,—আমরা ত এখানে বেশ আছি; মিছামিছি ওঁদের কষ্ট দেওয়া কেন?"

সরযূর কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "উনি যখন বোল্ছেন, তখন আর যেতে বাধা কি? চল।" এই বলিয়া তিনি এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সরযূকে নড়িতে চড়িতে না দেখিয়া, তপেন আগ্রহের সহিত কহিল, "আপনি ঐখানে গিয়ে বোস্বেন চলুন—দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ থাক্বেন বলুন ত? আর দেরী কোর্বেন না চলুন।"

সম্পূর্ণ অপরিচিতার সহিত অবাধে কথা কহিতে দেখিয়া গাড়ীর মধ্যের অন্যান্য যাত্রীরা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

৪

সরযূর দাদামহাশয় তপেনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা এখন বোস্বেন কোথায় বলুন ত। আমরা দুইজনে

ত আপনাদের সব যারগা দখল কোরে বসেছি ?" এই বলিয়া তিনি যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

তপেন বলিল, "আপনি আমাদের ঠাকুরদাদার বয়সী, আপনি যদি ঐ কথা বল্‌বেন তা হ'লে আমরা আর এ গাড়ীতে থাক্‌ব না, নেমে অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ব ?"

তপেনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ এক্‌গাল হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দাদা, তবে আমি আর কিছু বোল্‌ব না, এই চুপ্‌ কোর্‌লাম।"

সরযূ তখন দাদামহাশয়ের নিকটে সরিয়া গিয়া তাঁহার কাণে কানে মৃদু স্বরে বলিল, "ওঁদের বলুন না কেন এইখানেই বোস্‌তে, যায়গা ত অনেক আছে। অনর্থক ওঁরা আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন কেন ?"

বৃদ্ধ তপেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজনেই বোস্‌—জায়গায় ত অকুলান হবে না ; এই ত সরযূর পাশে কত যায়গা রয়েছে। দিদি, এদিকে একটু সরে আয়।"

"আমরা ত এতক্ষণ বোসে-বোসেই আসছি। তা বেশ, আপনারা দেখ্‌ছি আমাদের না বসিয়ে ছাড়্‌বেন না। ওহে রমেন, এস একটু না হয় বসা যাক।" তপেন নিজে গিয়া সরযূর পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামহাশয়, আপনারা কোথায় যাবেন ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যাব দাদা বর্দ্ধমানে।"

তপেন বলিল, "আমরাও যাচ্ছি বর্দ্ধমানে—বর্দ্ধমানের কোন্‌ স্থানে আপনারা যাবেন ?"

বৃদ্ধ গন্তব্য স্থানের কথা বলিলে, তপেন রমেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে রমেন, দাদার বাসার কি খুব নিকটে ?"

তপনের কথার উত্তর দিয়া, রমেন বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া কহিল, "অনাথবাবুর বাসায়—তিনি আপনার কে হন ?"

"অনাথ আমার ভাইপো হয়।"

"অনাথবাবুর বাসা আমাদের বাসার খুবই নিকটে।"

তপেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপানারা কি বর্দ্ধমানে বেড়াতে যাচ্ছেন ?"

"না ভাই, এ বয়সে বেড়াবার সখ আর নেই—সে সব সাধ কোন্‌দিন ঘুচে গিয়েছে।" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কাপড়ের প্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিয়া লইলেন।

বৃদ্ধের এই উক্তি শুনিয়া তপেনের মন সহসা উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, না জানি কি অরুন্তুদ বেদনারাশি এই বৃদ্ধের জরাজীর্ণ বুকের পাঁজরের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সে তাঁহাকে আর কিছু প্রশ্ন না করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সকলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন "যখন আমার একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ অকালে আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল—তখন সরযুর বয়স তিন বৎসর। এই পিতৃ-মাতৃহীন বালিকাকে লইয়া যখন ভাঙ্গা হাটে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আর সংসারে মন বসিল না। ভাবিয়াছিলাম—

সরযুকে বিবাহ না দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল আমার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে রাখিব। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। সরযু দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পবিশেষে নিজের ভ্রম এবং প্রকৃতির লীলা বুঝিতে পারিয়া আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না। চারিদিকে পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অবশেষে বৌমার পত্র পাইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছি।"

এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বুকফাটা কথাগু'ল গাড়ীর ভিতর কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৫

বর্দ্ধমান আসিতে আর বেশী দেরী নাই দেখিয়া রমেন মৌনতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "তপেন, এইবার নাম্‌তে হবে; গোছগাছ করা যাক্?"

রমেনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, এবারে কি বর্দ্ধমান?"

" টার পরেই বর্দ্ধমান ষ্টেশন—এখনও দেরী আছে—তাড়াতাড়ি কর্‌বার কোন দরকার নেই। ষ্টেশনে আমরাই......" বলিয়াই রমেন থামিয়া গেল।

রমেনের কথা শুনিবামাত্র, সরযু নিজেদের জিনিষপত্র ঠিকঠাক করিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া তপেন বলিয়া উঠিল, "এখনও দেরী আছে—আপনি অত ভাবছেন কেন? আমরা থাক্‌তে কি আপনার জিনিষ সব পড়ে থাক্‌বে?"

"না দাদা, এটা কি একটা কথার কথা হোল" এই বলিয়া বৃদ্ধ প্রাণ খুলিয়া একবার হাসিয়া লইয়া, তারপর তপেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হাঁ দাদা, এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে রইলুম, অথচ তোমাদের কোন পরিচয় পর্য্যন্ত নেওয়া হোল না। কি লজ্জার কথা! বুড়ো মানুষ কি না, সব সময় সব কথা মনে হয় না।"

রমেন হাসিয়া কহিল, "আমার এই বন্ধুটির নাম শ্রীতপেন্দ্রকুমার বসু এম, এ। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বলরত্ন" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে যেমন আরো বলিতে যাইবে, এমন সময় তপেন উঠিয়া গিয়া তাহাকে একটি মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিল, "আর তোমায় বেশী বাজে বোক্‌তে হবে না—ঢের হোয়েছে, একটু থাম।"

তপেনের এই পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভাই, ধন্য তোমার গর্ভধারিণী।"

বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া তপেন কহিল, "উনি ত আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে সাত কাহন বোলেন, কিন্তু আমার বন্ধুটিও বড় ফেল্‌না যান না, এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজি-সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।"

দুই বন্ধুর বিদ্যার পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "দাদা, আশীর্ব্বাদ কোরছি, তোমরা চিরজীবী হও। এই রকমের শিক্ষিত না হোলে কি এমন সুন্দর স্বভাব হয়।"

কথায় কথায় কখন যে গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের প্লাটফরমের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সে খেয়াল তাহাদের একেবারেই ছিল না। সরযুকে উস্‌খুস্‌ করিতে দেখিয়া তপেন সবিস্ময়ে কহিল, "এটা কোন্‌ ষ্টেশন রমেন।"

বাহিরে চাহিয়াই রমেন বলিয়া উঠিল, "এ যে বর্দ্ধমানই থটে। তপেন ওঠ্‌—সব গোছা—সব গোছা।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ দাদা, বুদ্ধের পাল্লায় পোড়ে এখন তোমাদের কি অবস্থা!" এই বলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

তপেন উত্তরে বলিল, "গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ থামে, সেজন্য আপনার কোন ভাবনা নেই।"

গাড়ী আসিয়া প্লাটফরমে লাগিলেই, তপেন রমেনকে বলিল, "তুমি সব জিনিষপত্র নামাবার বন্দোবস্ত কর—আমি এঁদের এক এক কোরে নামাই।"

"না দাদা, তোমরা আর কত সাহায্য কোরবে; আমিই ধীরে সুস্থে সব নামিয়ে নিচ্ছি।" বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলে সরযু নিজেদের জিনিষগুলি তুলিবামাত্র, তপেন তাহার হাত হইতে পুঁটুলিটা ছিঁনাইয়া লইয়া, একপাশে তাহা রাখিয়া দিয়া বলিল, "আপনারা আগে নামুন—দেখ্‌ছেন ত কি রকম ভীড়!"

দাদামশায়কে অন্যের সাহায্যে নামিতে দেখিয়া, সরযু নিজে কি করিয়া নামিবে, এই ভাবিয়া চিন্তিতা হইয়া পড়িল। অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া যখন নিজেই গাড়ী

হইতে নামিতে যাইবে, তখন তাহার দাদা মহাশয় তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তপেন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "আপনি আর যাবেন না—আমিই ওঁকে নামিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তপেন অগ্রসর হইয়া সরযুকে ধরিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোন কষ্ট হয়নি ত?"

একে একে সমস্ত জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া রমেন বলিল, "একটু ভীড় কমুক, তপেন, তারপর যাওয়া যাবে।"

ক্রমে লোকের ভীড় কমিয়া গেল, চারিটি কুলীর মাথায় জিনিষগুলি চাপাইয়া দিয়া, তাহারা সকলে ষ্টেশনের বাহির আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পর দুইখানি গাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়া, তপেন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আপনি এখন গাড়ীতে উঠুন।"

বৃদ্ধ গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, সরযু মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইয়া একবার তপেনের দিকে প্রশান্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

তপেন গাড়ীর নিকটে অগ্রসর হইয়া বিদায় চাহিলে, বৃদ্ধ মুখ বাড়াইয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে আমাদের বাসায় আসছ দাদা?"

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সরযুর দিকে চাহিয়া তপেন কহিল, "যে দিন আপনি যেতে বোল্‌বেন, সেই দিনই আমরা যাব।"

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ সরযু যেমন মাথা তুলিতে যাইবে, ঠিক

সেই সময়ে তপেনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ও প্রশান্ত দৃষ্টি তাহার উপর ন্যস্ত দেখিয়া, সরযূ বড়ই লজ্জিতা হইয়া পড়িল।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া তপেন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "কই, আপনি ত কিছু বোল্‌লেন না ?"

কথাটা শুনিয়া সরযূর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে জড়ের মত আড়ষ্ট হইয়া গাড়ীর মধ্যে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহারা দুই বন্ধুতে দ্বিতীয় গাড়ীখানতে নিজেদের জিনিষপত্র লইয়া উঠিল।

৬

তপেনকে এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের গাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, রমেন বিদ্রূপস্বরে কহিল, "এতক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ীর মধ্যে সরযূর পাশে বসে এলে, তাতেও কি তোমার প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না।" এই বলিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া একটি মৃদু রকমের টান দিল।

রমেনের কথায় তপেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "রমেন, কি চমৎকার ঐ দাদামহাশয়ের স্বভাবটি— কি প্রাণ-খোলা আপন-ভোলা মানুষটি ; শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনিই নত হোয়ে পড়ে। এই বলিয়া সে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে তাহার দিকে চাহিল।

রমেন কহিল, "সে কথা বাস্তবিকই ঠিক, এমন সাদাসিধা মানুষ এ যুগে খুবই কম মেলে ; কিন্তু ভাই একটা কথা

বোল্‌তে বাধ্য হচ্চি—সরযূ তোমার মনে একটা মস্ত রেখা টেনে গেল।"

রমেনের এই কথায় তপেন মৃদু হাসিয়া কহিল, "রমেন, তুমিও দেখ্‌চি পাগল হোলে। এ পাষাণ হৃদয়ে দাগ পড়ে না ভাই; তোমার কথাটায় কিছুমাত্র সত্য নাই।"

রমেন কৌতুক করিয়া কহিল, "তা, তুমি যাই বল না কেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সরযূ তোমাকে একটু বিচলিত করে দিয়েছে –"

তপেন কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়াই কহিল, "জান, একজন কবি কি বলে গিয়েছেন, "A Woman's love however erring must always be a holy and beautiful thing, for in its essence it is the desire not for her own but for another's joy. এ কথার উপর তুমি কি বোল্‌তে চাও—বল ত?" এই কথা বলিয়া সে বিজয়ী বীরের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

তপেনের এই নজির শুনিয়া, রমেন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই অল্পক্ষণের মধ্যেই এত ভাবান্তর!

তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া তপেন মৃদু হাসিয়া কহিল, "কই হে, আর যে কোন কথাই বোল্‌ছ না?"

"আর কি বোল্‌ব ভাই; তোমার নজীর শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির! তুমি যে একজন এমন প্রেমের সাচ্চা জহুরী হোয়েছ—

তা'ত আগে জান্‌তাম না। এক নিমেষে নারীর নিভৃত অন্তঃ-করণের গোপন কথাটী যখন আয়ত্ত কোর্‌তে শিখে নিয়েছ, তখন তোমার সঙ্গে কার তুলনা। আচ্ছা তপেন, তুই কি গোপনে গোপনে হঠযোগ সাধনা আরম্ভ কোরে দিয়েছিস না কি ?"

তপেন কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন চিত্তে কহিল, "আর জ্বালাস্‌নে—এখন ভালয় ভালয় বাসায় চল।"

কিছুক্ষণ গাড়ীর মধ্যে চুপচাপ করিয়া কাটিয়া গেলে, রমেন গম্ভীরস্বরে কহিল, "তপেন, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব। আচ্ছা, সরযুকে কি তুই এই একটু মাত্র দেখেই ভাল বেসেছিস্‌।"

রমেনর কথা শুনিয়া তপেনের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল; তারপর দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "রমেন, সরযুকে সত্যই আমি স্নেহের চক্ষে দেখেছি। তাহার সেই সলজ্জ ভাব, সরম-বিজড়িত চাহনি, মধুর স্বভাব আমার চক্ষে অতি সুন্দর লেগেছে। সত্যই আমি তাহাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি।" এই বলিয়া সে রমেনের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল।

তপেনের বক্তব্য শেষ হইলে রমেন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "সত্যই সরযুর সম্বন্ধে যে সব গুণের কথা তুমি বল্‌লে, তা অনে-কাংশেই সত্য।"

"কেন, আমি কি তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকারের অত্যুক্তি করেছি, তাহার কি এ সব গুণ নাই ?"

"তা'ত আমি বল্‌ছি না, কিন্তু........"

"কিন্তু কি ?"

"এখন আর কোন কথা বল্‌ব না,—বাসায় চল, তারপর সব বল্‌ব" এই বলিয়া রমেন চুপ করিল।

রমেনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তপেন আর কোন কথা না বলিয়া রাস্তার জনতার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ীর দরজার সামনে গাড়ী আসিয়া থামিবামাত্র, তাহারা দুইবন্ধুতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়োয়ানের প্রাপ্য দিয়া, রমেন দ্রুতগতিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ডাক দিল, "বৌদি—ও বৌদি।"

রমেনের বৌদিদি ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, প্রথমে ডাক শুনিতে পান নাই, পরে "বৌদিদি" ডাক কাণে যাওয়াতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বৌদি" বলিয়া ডাক দিল কে ?

তিনি যেমন ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি রমেন ঠাকুরপোকে সম্মুখে দেখিয়া, অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি রকম ঠাকুরপো, চিঠি-পত্র না দিয়েই হঠাৎ যে আসা হ'ল ? একখানি কি চিঠি লেখ্‌বারও ফুরসৎ পাও নি। চিঠি পেলে ষ্টেশনে গাড়ী রাখ্‌বার ব্যবস্থা করা যেত।"

বৌদিদির কথা শুনিয়া রমেন কহিল, "চিঠি আর কি লিখবো বৌদি। আমরা পুরুষ মানুষ, যখন আমাদের খেয়াল হবে —তখনই আমরা বেরিয়ে পড়্‌ব। আমরা ত আর তোমাদের মতন সচল [illegible] নই যে, যান-বাহনের দরকার হবে ?"

"হ্যাগো হ্যাঁ, আর বেশী বোক্‌তে হবে না। আমি যদি আস্‌বার জন্য চিঠি না লিখ্‌তাম, তা হোলে তোমরা যে আস্‌তে, সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে।" এই বলিয়া মৃদু হাসিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি কি একলা এলে—না আর কেউ সঙ্গে এসেছে ঠাকুরপো?"

"না—বৌদি, একলা কেন—তপনকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।"

"কই, তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না? আচ্ছা মানুষ তুমি ত। যাও, তাকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে এস। সে কি মনে করুচে বল ত?"

রমেন তখন বাহিরে আসিয়া দেখিল, তপেন বাগানের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

তাহাকে অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াইতে দেখিয়া রমেন সরযুর কথা বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিল। ঘাড় ফিরাইয়া তপেন বলিল, "নাও, নাও, আর অত বাজে বোক্‌তে হবে না। তুমি কি সব সময়েই ছেলেমানুষি কোর্‌বে—বৌদিদি শুনলে কি মনে কোর্‌বেন, বল ত?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এই চুপ কোর্‌লাম। বৌদিদি তোমাকে ডাকছেন—বাড়ীর মধ্যে ত আর সরযু নেই যে ভিতরে আস্‌তে বাধা?" এই বলিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

তপেন তখন বলিল, "রমেন, তোমার কি কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই—যখন তখনই পরের মেয়েদের নাম করে ঠাট্টা করতে হ'বে।"

রমেন কৌতুকভরে কহিল, "সরযূ পরের মেয়ে নয়, সে যে আমাদের আপনার জন—প্রতিবেশী "

"তিনি তোমাদের প্রতিবেশী হোতে পারেন—তাতে আমার কি? পরের মেয়ে আমার কাছে সব সময়েই পরের মেয়ে?"

তপেনকে বাগে পাইয়া রমেন কহিল, "যদি তাই-ই হয়, তবে সরযুর ভাবে মস্‌গুল হয়ে র'য়েছ কেন—তিনি ত পরের মেয়ে? ওহে তপেন—Love is ever blind."

সে সময় হঠাৎ সেখানে রমেনের বৌদিদি আসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা রমেন ঠাকুরপো, তুমি যে তপেন ঠাকুরপোকে ডাক্‌তে আস্‌লে—তা এই আস্‌লে আর সেই আস্‌লে। তোমাদের কথা কি আর ফুরোবে না—গাড়ীতে কত লোকের সঙ্গে কত কথা বোল্‌লে—তবুও কথা কি ফুরোয় নি। বাড়ীর মধ্যে এসে হাত-মুখ ধোও—জলটল খাও, তারপর যত পার গল্প কোরো।"

বৌদিদির কথা শুনিয়া তাহারা দুইজনেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। তপেন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—বৌদিদি যদি আমাদের সব কথা শুনিয়া থাকেন? কি লজ্জার কথা!

বৌদিদির আদেশ মত তাহারা বাড়ীর মধ্যে গিয়া হাত-মুখ ধুইয়া, গরম গরম দুই কাপ্ চা ও জলখাবারের সদ্ব্যবহার করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বসিলে, তাহাদের বৌদিদি তপেনকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যা'হোক ঠাকুরপো, এদিকে একবারও কি পা মাড়াতে নেই, চোখের আড়াল হোলে কি সবই ভুলে যেতে হয়?"

রমেন তাহার বৌদিদির কথায় রসান দিয়া মিষ্ট-মধুর বচনে কহিল, "বলুন ত বৌদি—আর একবার বলুন ; চোখ একটু ফুটুক ।"

রমেনকে বাধা দিয়া তপেন কহিল, "রমেন, তুই একটু থাম না ভাই, বৌদিদির বিয়ের জ্বালা আগে সহ্য করি—তারপর তোর।"

এইরূপে কিছুকাল গল্প-গুজবে কাটিয়া গেলে, তপেন বৌদিদির নিকট বিদায় লইয়া বলিল "আমি এখন বিশ্রামের জন্য চল্‌লাম। রমেন খাবার সময় ডাক দিস্ বুঝলি ?"

এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইলে, রমেনের বৌদিদি ব্যস্ত-সমস্তভাবে কহিলেন, "অনেক দিন পরে দেখা হোল—একটু খবর-টবর বল্‌বে না, বিশ্রামের জন্য চল্‌লুম। বেশ ত ঠাকুরপো ; তুমি ত আগে এরকম ছিলে না—"

রমেন এই কথার উপর জোর দিয়া কহিল, "বৌদি, তপেনের আর সেদিন নেই—পূর্ব্বে যা দেখেছিলে ! এখন শরীর খারাপের অছিলা কোরে আমাদের বাসায় ত আসেই না—ঘরে বসে বসে নিভৃতে তার মানসসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করে বুঝলে ?"

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমার মানসসুন্দরীটী কে, জান্‌তে পারি কি ? সে কি আমাদের পাড়ার সেই ব্রাহ্মদের মেয়েটি না কি ?" কথাটা বলিয়া ফেলিয়া তিনি রমেনের দিকে বিস্ময়-সূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

"বৌদিদি, আপনি তাঁকে চিন্‌তে পারবেন না।" এই বলিয়া রমেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তপেন এতক্ষণ পর্য্যন্ত গম্ভীরভাবে রমেনের কথা শুনিতেছিল। যখন গাম্ভীর্য্য চাপিয়া রাখিতে পারিল না তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রমেনের পৃষ্ঠে সজোরে একটা কিল বসাইয়া বলিল, "এটা তোমার বিরাট্ প্রতিভার বিরাট্ যৌতুক।"

বৌদিদির দিকে মুখ ফিরাইয়া তপেন কহিল, "বৌদি, রমেনের কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"বিশ্বাস না কর্‌বারই বা কি কারণ আছে ঠাকুরপো? এখন তোমাদের মনের মধ্যে কত রকমের রঙীন ছবি ভাস্‌ছে—মন ত তোমাদের নেহাৎ এখন কাঁচা নয়?" এই বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

তপেন বৌদিদির মুখ হইতে এই প্রকারের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল 'তবে আপনিও দেখ্‌ছি রমেনের দিকে ঢলে পড়্‌লেন।"

"কি করি—স্বভাবের ধর্ম্মই এই।" বলিয়া তিনি তাহাদের বসিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

তপেনও 'বাগানে একটু বেড়াতে চল্‌লাম' বলিয়া রমেনের কাছ থেকে চলিয়া গেল!

রাত্রের আহার শেষ হইয়া গেলে, নানা কথায় রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, তপেন তথা হইতে উঠিয়া নিজের স্থানে আসিয়া শুইয়া পড়িল। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে সে তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

রমেনকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহার বৌদিদি কহিলেন, "হ্যাঁ

ঠাকুরপো, তপেন ঠাকুরপোর মানসসুন্দরী কি বাস্তবিক কোন মেয়ে ”

রমেন একগাল হাসিয়া কহিল, “ওটা একটা কাল্পনিক নাম বৌদিদি, মানসসুন্দরী আবার কোন মেয়ে-মানুষেব নম হয় না কি ?”

“তবে যে তুমি মানসসুন্দবী বলে ওকে খেপাচ্ছিলে ?”

“ও একটা কথার কথা।”

কিছুকাল একথা সেকথা হইবাব পর, রমেনের বৌদিদি কহিলেন, “তুমি যে তপেন ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ, বড় ভাল কাজ করেছ ঠাকুরপো।”

উৎসুক নেত্রে বৌদিদির দিকে চাহিয়া রমেন জিজ্ঞাসা করিল “কেন বৌদিদি—কি হয়েছে ?”

“সে দিন দুপুর বেলায় আমাদেব প্রতিবেশী অনাথ ডাক্তারের স্ত্রী আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে একথা-সেকথার পব বল্লেন, ‘দিদি, আমার খুড়শ্বশুরের এক মেয়ে আছে, তার যদি একটা ভাল সম্বন্ধ যোগাড় করে দিতে পাব, তা’ হোলে বড়ই ভাল হয়। উনি ত কত খোঁজাখুঁজি করলেন, কোন যায়গায় সুবিধা কোরে উঠতে পারছেন না। যদিও বা কোন স্থানে সুবিধা হয়, তারা এমন সব চেয়ে বসে, যা দিতে আমরা কিছুতেই পারি না’।”

অনাথ বাবুর নাম শুনিয়া রমেন উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, “বৌদিদি ঠিকই হয়েছে—ডাক্তার বাবুর বোনের নাম বুঝি সরযু।”

রমেনের মুখ হইতে সরযু নাম শুনিয়া সবিস্ময়ে তিনি কহিলেন,

"তুমি কি ক'রে তার নাম জান্‌লে ঠাকুরপো—তারা বুঝি আজ এল ?"

মৃদু হাসিয়া রমেশ কহিল, "একসঙ্গে এক গাড়ীতে যে আমরা এসেছি বৌদিদি।"

"তা হোলে তাদের সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে বুঝি খুব আলাপ সালাপ হয়েছে—সেইজন্য তার নাম জান্‌তে পেরেছ।"

"শুধু আলাপ হয় নি বৌদিদি—এমন কি তার মনের পরিচয় পর্য্যন্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তুমি আমাদের ভাব কি ?" এই বলিয়া রমেন হাসিয়া উঠিল।

"এখানে পা দিতে না দিতেই তার মনের পরিচয় পর্য্যন্ত নেওয়া হোয়ে গেছে; বেশ ভাল। এখন তোমাদের মধ্যে একজন না হয় অগ্রসর হোয়ে শেষ পরিচয়টা কোরে নাও না কেন ঠাকুরপো ?"

"সেও হয় ত হোয়ে যেতে পারে—সেজন্য আর ভাবনা কি—তুমি যাদের এমন বৌদিদি রয়েছ।"

"অত কথা আমি শুন্‌তে চাই না;—এখন গাড়ীর মধ্যে তার মনের পরিচয় কি রকম পেলে তাই বল।" এই বলিয়া তিনি উত্তরের আশায় রমেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিল। সব কথা শুনিয়া তাহার বৌদিদি কহিলেন "তপেন ঠাকুরপো তা হোলে সরযূর প্রতি আকৃষ্ট হোয়ে পড়েছে, কেমন ?"

"শুধু আকৃষ্ট হয়েছে—একথা বল্‌লে ঠিক বলা হবে না, তার

মনের গোপন পরিচয়টা পর্য্যন্ত সব জেনে নিয়েছে। সে যে কত বড় জহুরী, তা'ত আমরা আগে জানতাম না—"

"ও বাবা, তোমাদের পেটে পেটে বুঝি এই সব থেলে। শুধু শুধু তপেন ঠাকুরপোর দোষ দিলে চল্‌বে কেন, তুমিও যে এর মধ্যে নেই, এ কথাই বা কি কোরে বিশ্বাস করি ?"

"না বৌদিদি, সত্য বল্‌ছি আমি ও-সবের ভিতর নেই।" কথাটি বলিয়া সে কিন্তু অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া উঠিল।

"যার বন্ধু এত বড় জহুরী, সে যে কিসে কম, তা ত বুঝতে পারছি না।" এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া রমেন তাহার বৌদিদিকে বলিল, "সব ত বল্লুম, এখন কি করা কর্ত্তব্য।"

"কার সঙ্গে—তোমার সঙ্গে না, তপেন ঠাকুরপোর সঙ্গে ?"

"আমার সঙ্গে সরযূর—অসম্ভব, সে আমাদের বোন বৌদিদি ?" বলিয়া দুই হাত সরিয়া গেল।

"সরে গেলে কেন চল্‌বে ঠাকুরপো, একদিন না একদিন ও কাজ ত করতেই হবে, এখনি না হয় কোরে ফেল।" একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ঠাকুরপো, সরযূকে দেখে তপেন ঠাকুরপো কি কিছু বোল্‌ছিল ?"

রমেন সালঙ্কারে বলিতে লাগিল,—"সরযূরা যখন ষ্টেশন থেকে চলে গেল, তপেন একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তা থেকেই আমি বুঝ্‌লাম তপেন সরযূকে ভালবেসে ফেলেছে।"

রমেনের কথা শুনিয়া তাহার বৌদিদি হাসি চাপিয়া বলিলেন,

"এতটা পর্য্যন্ত হোয়ে গিয়েছে, তবে আর কি ; কিন্তু সত্যি বলছি ভাই ঠাকুরপো, তোমার কপাল আজ থেকে পুড়্‌ল।"

"কি রকম ?"

"আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গে সংযুর বিবাহ দিই ; তা যদি তপেন ঠাকুরপোর সঙ্গেই হয়, তা হলে ত খুবই ভাল হয়। কুলে, শীলে, বিদ্যায়, রূপে ও গুণে তপেন ঠাকুরপো সরযুর উপযুক্ত। আর উনি ত আমাদের আপনারই জন।" এই বলিয়া তিনি আরও কিছু বলিতে যাইবেন, এমন সময় রমেন কথার মাঝখানে বলিয়া ফেলিল, "সেইজন্য বুঝি তুমি আমাদের এখানে আস্‌তে লিখেছিলে, তাই না বৌদিদি ?"

"কতকটা তাই-ই বই কি ?"

হঠাৎ শেখরনাথ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আর কতক্ষণ ওকে জ্বালাতন করবে—রাত যে অনেক হয়ে গিয়েছে।"

এই বলিয়া শেখরনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই বৌদিদি বলিলেন, "আরো দুই একদিন তপেনের হৃদয়ের ভাবটা দেখা দরকার ; তারপর অনাথ বাবুর স্ত্রীকে না হয় বলা যাবে'খন।"

"সেই ভাল বৌদিদি—একটু মজা করা যাক্ তপেনকে নিয়ে।" এই বলিয়া রমেন উঠিয়া পড়িল।

৮

দেখিতে দেখিতে আরও দুই চারি দিন কাটিয়া গেল। বর্দ্ধমানের মধ্যে যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান ছিল তাহাও দেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

একদিন রমেনের বৌদিদি রমেনকে ধরিয়া বসিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমরা মেলা দেখলেই কি সকলের দেখা শেষ হোয়ে গেল বুঝি—আর আমরা বেচারীরা যে ঘরের মধ্যে আটক রয়েছি—আমাদের কি একদিনও ওসব দেখবার সাধ হয় না? তোমরা পুরুষ মানুষ হিংসুকে জাত—নিজেরা ভালমন্দ দেখ্‌বে—আমাদের বেলায় হচ্ছে হ'বে।"

বৌদিদিব কথার উত্তরে সে কহিল, "বেশ ত বৌদিদি, চলুন না একদিন সকলে মিলে মেলা দেখে আসি।"

তারপর অনেক কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, কাল বিকাল-বেলায় পাড়ার সকলকে লইয়া মেলা দেখিতে যাওয়া হইবে।

পাড়ার মধ্যে এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়াতে, পাড়ার মেয়েরা সব দলে দলে রমেনের বৌদিদির নিকটে আসিয়া মেলা দেখিতে যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে এক এক করিয়া মেয়ের দল আসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের কথাবার্ত্তায় বাড়ী মুখর হইয়া উঠিল। রমেন তাহার বৌদিদিকে ডাকিয়া কহিল, "এই পল্টন নিয়ে আমাকে যেতে হলে ত আমি গেছি?"

রমেনের বৌদিদি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যদি একলা না পার ঠাকুরপো—তবে তোমার বন্ধুটিকে সহকারী কর না কেন ?"

"না, বৌদিদি, তার ধ্যান ভঙ্গ করা ঠিক নয়।"

"কেন, তিনি কি এখনও সরযূর ধ্যানে মগ্ন নাকি ?"

"বোধ হয় সেই রকম।" বলিয়া রমেন তপেনকে খুঁজিতে আসিয়া দেখিল, তপেন বিছানায় বিপুল দেহভার এলাইয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছে। তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া, রমেন রহস্য করিয়া কহিল, "ওহে তপেন, একবার চোখ মেল।"

তদবস্থ থাকিয়াই সে জবাব দিল, "কি খবর তাই বল—তার-পর দেখা যাবে'খন।"

"জামা জুতা পরে নাও দেখি একবার—তার পর সব বলছি।" এই বলিয়া জোরে তাহাকে বিছানা হইতে উঠাইয়া দিল।

"কোথা যেতে হ'বে আগে বল নচেৎ পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

অগত্যা রমেনকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল। বৌদিদির নাম শুনিয়া তপেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল।

পাড়ার মেয়েরা বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া যখন একে একে আসিতে লাগিল, তখন হঠাৎ তাহাদের মধ্যে সরযূর মতন কাহাকে দেখিতে পাইয়া, তপেনের দেহের শিরা-উপশিরাগুলির উপর দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই কি সেই পূর্ব্ব-পরিচিতা সরযূ—না অন্য কেহ।

তখন তাহার মনে পড়িল সেই বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের কথা। তিনি না বলিয়াছিলেন—তাঁহার এক ভাইপো এখানকার ডাক্তার। তবে তিনি নিশ্চয়ই এই পাড়ার অতি নিকটেই থাকেন—তা' হ'বেও বা।

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলে, রমেন তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, "চল না হে—সবই যে প্রস্তুত।"

রমেনের কথায় তপেন একবার সেই বৃহৎ রমণী-বাহিনীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এ যে একটা প্রকাণ্ড রেজিমেন্ট!"

রমেন সুধু "হু" বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

৮

তাহারা মেলায় পৌঁছিয়া দেখিল, ভিতরে ও বাহিরে অসম্ভব জনতা; ভিতরে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। এতগুলিকে লইয়া একেবারে ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব ভাবিয়া তপেনের সহিত পরামর্শ করিয়া রমেন স্থির করিল যে এক এক করিয়া প্রবেশ করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কে যে এই দুরূহ কাজে অগ্রসর হইবে তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল।

যখন রমেন ও তপেনের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময় রমেনের বৌদিদি আসিয়া কহিলেন, "এত দেরী কোরছ কেন ঠাকুরপো, ওদিকে ফিরতে যে রাত হোয়ে যাবে?"

বৌদিদির কথা শুনিয়া রমেন কহিল, "আমি বলি এই ভীড়ের

মধ্যে এক এক কোরে যাওয়াই ঠিক, এক সঙ্গে যেতে বড়ই কষ্ট হ'বে।"

রমেনের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহার বৌদিদি কহিলেন, "এ কথা মন্দ নয়, ঠাকুরপো, তবে না হয় তাই হোক।" বলিয়া তিনি তপেনের দিকে তাকাইলেন।

বৌদিদির মতলব বুঝিতে পারিয়া তপেন কহিল, "যা নিয়ে আমাদের ঝগড়া, বৌদিদি, আপনি এসে সব ত ফাঁসিয়ে দিলেন।"

"কি রকম ঠাকুরপো—তোমাদের আবার কি মতলব ছিল ?" বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

রমেন বৌদিদিকে সঙ্কেত করিয়া কহিল, "তপেন বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তাই ওকে বোলছিলাম তুমিই এ কাজের ভারটা নাও—কিন্তু বৌদিদি, সে নিতে গররাজী। এখন যদি তুমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু কোরতে পার।"

তপেন অতি গম্ভীরস্বরে কহিল, "তোমাকে ত কেউ plead কোরতে বলেনি,—বৌদিদি যাকে বোলবেন সেই যাবে;—সে তুমিই হও আর আমি হই না কেন।"

রমেন হাসিয়া কহিল, "দেখলে বৌদিদি, তপেনের কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছা—তবে—।" বলিয়া সে মধ্যপথে থামিয়া গেল।

দলের মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "দিদি, তুমি যদি ওঁদের তর্কের বিচারই কোরবে, তবে আমরা দেখব কি ?"

এই কথা শুনিয়া রমেনের বৌদিদি তপেনকে উদ্দেশ করিয়া

কহিলেন, "তপেন ঠাকুরপো, তুমিই না হয় আজকের ভারটা নাও।"

"কেন বৌদিদি, রমেন বুঝি কেবল ফোঁপরদালালি কোর্‌বে?" বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

তাহার কথা শুনিবামাত্র রমেন কহিল, "আজ ভাই তুমি ভারটা নাও—অন্যদিন আমি—এই তিন সত্যি কোর্‌ছি।"

তাহাদের মধ্যে আপোষে যখন সব নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তখন তপেন এক একজনের হাত ধরিয়া সেই বিপুল জনস্রোতের মধ্য দিয়া মেলার মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিতে লাগিল।

যখন সেই ট্রেণে-দৃষ্টা তরুণীর মত অনেক তরুণীর সময় আসিল, তখন তপেন যেন কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে মনে মনে রমেনের উপর বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই রমেন ও বৌদিদির এই কারসাজি—নইলে এরূপ করার তাৎপর্য্য কি?

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া, রমেনের বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ঠাকুরপো, পরের মেয়েকে সাবধানে নিয়ে যেও—ওর সমস্ত ভার তোমার উপরেই রইল।"

কথাটা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল।

বৌদিদির মুখ হইতে ঐ রকমের কথা বাহির হওয়াতে তপেনের সন্দেহ দূর হইয়া গেল। তাহার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই রূপসী তরুণীই তা'হলে সরযু!

এই সব ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে সে চলিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যে একজন আসিতেছে, সে খেয়াল তার আদৌ ছিল না। সহসা একবার জন-প্রবাহের তরঙ্গে তাহার সঙ্গিনী কোথায় ভাসিয়া গেল; সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই পশ্চাৎবর্ত্তিনী তরুণী নাই। তাহার সমস্ত চিন্তারাশি এক নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

সে পাগলের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল—একদল লোক দাঁড়াইয়া কি যেন বলাবলি করিতেছে। একসঙ্গে এত লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। সে তাড়াতাড়ি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল—সেই তরুণী ভয়ে বেতসলতার ন্যায় কাঁপিতেছে।

তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় পাইয়া তপেন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যগ্র'ভাবে কহিল, "আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে, আমার ভারি ভাবনা হোয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আপনাকে শীঘ্রই মিলাইয়া দিলেন।"

অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত কণ্ঠে সেই তরুণী কহিল, "এই ভিড়ের মধ্যে আপনাকে না দেখে আমার বড়ই ভয় হোয়েছিল। কি ভাগ্যিস্‌—আপনাকে পেলুম।" এই বলিয়া সে মাথা নত করিল।

"এখন আর লজ্জা কোর্‌লে চল্‌বে না, শীঘ্র আমার হাত ধরুন; নইলে আবার হারিয়ে যাবেন।" এই বলিয়া তপেন তাহার ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

তরুণীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তপেন নিজেই অগ্রসর

হইয়া সেই তরুণীর মৃণাল-নিন্দিত বাহুলতা ধরিয়া কহিল, "চলুন—এইবার।"

তপেনের হাতে হাত লাগিবামাত্রই তরুণীর দেহের মধ্যে পুলক সঞ্চার হইল।

দু'জনেরই মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

৯

মেলা দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া যাইবার সময় তপেনকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া রমেন কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "কি হে বড় যে চুপচাপ্?"

উত্তরে তপেন বলিল, "বল্‌বার কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছি না—এমনই চলেছি।"

"এমন কি হে—কি ভাব্‌ছ প্রাণ খুলেই বল না শুনি?" এই বলিয়া সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া রমেন কৌতুকভরে বলিল, "সরযূকে আজ কেমন দেখ্‌লে?"

তপেন কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ী বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই, মেয়েরা সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমেনের বৌদিদি সহাস্যমুখে তপেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার জন্যই আজ আমরা মেলা দেখ্‌তে পেলাম। দলের পক্ষ থেকে তোমাকে আমি ধন্যবাদ

দিচ্ছি।" এই কথা বলিবামাত্র তরুণীদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। তপেনকে উদ্দেশ করিয়া ঐ প্রকারের কথা বলাতে, সে যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার চোখ মধুর দিকে পতিত হইবামাত্র, সে দেখিল, সে স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

তপেনকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, রমেন তাহার বৌদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আচ্ছা বৌদিদি, প্রশংসা কেবল কি তপনেরই একচেটে, আমরা কি সব দামোদরের বন্যায় ভেসে গেলাম ?"

রমেনের কথা শুনিয়া তাহার বৌদিদি বলিলেন, "ওঃ বড় ভুল হয়েছে ত। তুমি যে একজন প্রশংসার অংশী আছ, সে কথা আমি একদম ভুলে গেছি। যা হোক তুমিও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

"না বৌদিদি, এখন বোল্লে আর হবে না।"

রমেনের কথায় তপেন বলিয়া উঠিল, "নাও নাও, এত প্রশংসাতে কাজ নেই। যদি তোমার প্রশংসা এতই দরকার হোয়ে থাকে, তবে আমারটাও তুমি নাও। বৌদিদি, আপনি ভিতরে গিয়ে ওঁদের দেখুন-শুনুন।"

বৌদিদির দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া রমেন বলিল, "হ্যাঁ বৌদিদি, তুমি আর দেরী কোরো না—ওঁদের বড্ড কষ্ট হোচ্ছে।"

কথাটা শুনিবামাত্রই কি জানি কেন তপেন আর কোন কথা

না বলিয়া বাহিরের দিকে চলিল। তাহাকে যাইতে দেখিয়া রমেন বলিল, "ওহে তপেন, যাচ্চ কোথায়—জামা কাপড় ছাড়।"

"সে আর ভাই তোমাকে কষ্ট কোরে বোলে দিতে হবে না।" এই বলিয়া তপেন বাহিরে চলিয়া গেল।

এদিকে মহিলারা জলযোগান্তে নিজ নিজ বাসার অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

১০

পরদিন বিকাল বেলায় রমনের বৌদিদি অনাথবাবুর বাসায় পদার্পণ করিবামাত্র, কোথা হইতে চকিতে সরযূ হাসিমুখে আসিয়া বলিল, "দিদি, পথ ভুলে বুঝি আজ আমাদের বাসায় পদার্পণ। গরীব বোনেদের কথা কি আর মনে থাকে ?"

সরযুর কথায় রমেনের বৌদিদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন থাকবে না সরযূ—যাতে আরো বেশী কোরে মনে থাকে তার ব্যবস্থা কোরতেই ত এসেছি।"

দিদির এইরূপ কথার ধরণ শুনিয়া সরযুর হাস্যমুখ সহসা আরক্ত হইল। তাহার বুকের মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করিয়া হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল।

সরযুর চিরপ্রফুল্ল মুখ দেখিয়া রমেনের বৌদিদি তাহাকে সাগ্রহে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার গোলাপ-নিন্দিত গণ্ডে একটি চুম্বন দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে সরযূ, মাধবী কোথায় রে ?"

"বৌদিদি ও-ঘরে আছেন।" এই বলিয়া সরযু তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

হঠাৎ সরযুর সহিত দিদিকে আসিতে দেখিয়া, মাধবী ঘর হইতে বাহির হইয়া, দিদির সম্মুখে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "দিদি, কি রকমের মানুষ তুমি—একদিনও কি আস্‌তে নেই? ঠাকুরপোদের পেয়ে কি আমাদের একেবারে ভুলে গেলে—আচ্ছা মানুষ যা হোক্ দিদি!"

"কি কোরে আসি বল্ ত মাধবী—ঘরের কাজকর্ম্ম না সেরে ত আর আস্‌তে পারি না। আজ যে শত কাজ ফেলে এসেছি নিতান্ত স্বার্থের খাতিরে।" এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

দিদির কথা শুনিয়া মাধবী উৎসুকভাবে বলিল, "কার সঙ্গে এমন কি কাজ দিদি?"

রমেনের বৌদিদি কৌতুক-মিশ্রিতস্বরে বলিলেন, "কার সঙ্গে আবার—তোর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে। তোর কি এখন কাজ সার্‌তে কিছু বাকী আছে মাধবী?"

"না দিদি, এমন কোন দরকারী কাজ নেই।" এই বলিয়া মাধবী দিদির কথা শুনিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া উঠিল।

মাধবীর উৎকণ্ঠাকে নিরস্ত করিবার জন্য, রমেনের বৌদিদি একে একে সরযু-তপেন সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা তাহাকে বলিলেন।

এই সব কথা শুনিয়া মাধবীর অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে অত্যধিক আনন্দে দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া

ফেলিল, "দিদি, যদি কোন রকমে তপেন বাবুর সঙ্গে সরযুর বিয়েটা দেওয়াতে পার—তা' হোলে বড়ই সুখের হয়।"

"ওরে মাধবী তোকে আর অত কথা বোলতে হবে না—সে সব আমি ও রমেন ঠাকুরপো পরামর্শ কোরে ঠিক কোরেছি। আমি কেবল একবার সরযুর দাদামশাইয়ের আর অনাথ বাবুর মতটা আনতে এলাম। যদি ওঁরা বিবাহের মত দেন তা' হোলে ঠাকুরপো কলকাতায় গিয়ে তপেন ঠাকুরপোর বাপের মত নেবে।"

"তাঁদের মত দেবার আগে আমি মত দিচ্ছি দিদি। তপেনবাবুর মত ছেলের হাতে যদি এঁরা সরযুকে সঁপে দিতে না চান, তবে আর কার হাতে দেবেন?"

মাধবীর কথা শুনিয়া রমেনের বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি মত দিলে ত চোল্‌বে না মাধবী—আমাদের মতে কি আসে যায় বল। যাঁদের মতে কাজ হবে, তাঁদের মত দরকার আগে।"

এই বলিয়া কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া, কি ভাবিয়া আবার বলিলেন, "দেখ্ মাধবী, অনাথবাবু বাসায় ফিরলে আমি যা যা বলে গেলাম, তাঁকে সব কথা খুলে বোল্‌বি। তিনি যেন তাঁর কাকাবাবুকে সব কথা বলেন। তাঁরা যা পরামর্শ কোরে স্থির করেন—আমাকে কাল বোল্‌বি, কাল ফের আমি এমনি সময়ে আস্‌ব বুঝ্‌লি ত?" এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তাঁহাকে এইরূপ ভাবে হঠাৎ উঠিতে দেখিয়া মাধবী ব্যগ্র-ভাবে বলিল, "দিদি, যদিও বা পায়ের ধুলো দিতে এলে, একটু তবুও বোস্‌তে নেই?"

"না, ভাই, আজ আর বোস্‌ব না, কাল এসে বোসব।" এই বলিয়া তিনি যাইবার সময় পুনর্ব্বার মাধবীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন, যাহাতে সে সব কথা বাবুদের বলে।

মাধবী বলিল, "খুব মনে থাক্‌বে দিদি—খুব মনে থাক্‌বে। এখন তোমায় হাতযশ।" এই বলিয়া মাধবী হাসিয়া ফেলিল।

যাইতে যাইতে রমেনের বৌদিদি বলিলেন, "আমার হাত যশে কিছু হবে না মাধবী, সরযুর কপালে লেখা থাক্‌লেই হবে। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র।"

১১

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাহিরের কল' সব শেষ করিয়া অনাথবাবু যখন ঘরের দরজায় পদার্পণ করিলেন, তখন মাধবী সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আজ ভারি একটা সু-খবর আছে।"

গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে অনাথবাবু বলিলেন, "কি এমন সু-খবর?"

মাধবী হাসিমুখে বলিল, "আগে তুমি একটু বিশ্রাম কর, হাতমুখ ধোও, তারপর সব খুলে বোল্‌বো।" এই বলিয়া স্বামীর হাত পা ধুইবার জন্য জল আনিতে চলিয়া গেল।

মাধবী জল লইয়া আসিলে অনাথবাবু বলিলেন, "সরযু কোথায়—তাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না?"

মাধবী বলিল, "সে উপরে আছে।"

হাত মুখ ধোওয়া শেষ হইয়া গেলে, অনাথবাবু বলিলেন, "কাল সরযুকে দেখ্‌বার জন্য আমার কয়েকজন বন্ধু আস্‌বেন।"

তখন মাধবী তার দিদির কথাগুলি তাঁহাকে শুনাইয়া দিয়া বলিল, "তোমাদের মত দিবার আগেই তোমার হোয়ে মত দিয়া দিয়েছি।"

মাধবীর নিকট হইতে এই প্রকারের সু-সংবাদ শুনিয়া অনাথবাবু অত্যন্ত আনন্দের সহিতই বলিলেন, "এতে আর ত অমত করবার কোন কারণ নেই। দিন দুই হোল শেখর বাবুর ভাইএর সঙ্গে তার বন্ধুটীর চেহারা দেখে অবাক্ হোয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে নিয়েছি।"

স্বামীর মুখে তপেনের রূপের প্রশংসা শুনিয়া মাধবী স্মিত মুখে বলিল, "দিদি বলেন তাঁর স্বভাব তার দেহের চেয়েও অধিক মধুর। তারপর লেখাপড়ায় এম-এ পাশ; বাড়ীর অবস্থাও খুব ভাল। দিদির একান্ত ইচ্ছা যে তপেনবাবুর সঙ্গে সরযুর বিবাহ হয়। তোমার মত কি এখন তাই বল?"

অনাথবাবু হাসিয় বলিলেন, "তুমি ত আগেই আমার হোয়ে মত দিয়েছ, তখন আর আমার মতের দরকার কি বল?"

মাধবী বলিল, "মশায়ের মতের জন্য ত বোল্‌চি না, কাকা বাবুর মতটা নিতে হবে ত। তিনি উপরের ঘরেই আছেন। শুভকার্য্য বিলম্ব কেন। তাঁর কাছে কথাটা পাড়ই না; তিনিও ত তপেনবাবুকে গাড়ীতে দেখেছেন।"

"তোমার দেখ্‌ছি আর তর সয় না—আচ্ছা হুকুম

তামিল কোরতেই চল্লুম।" এই বলিয়া তিনি উপরে গমন করিলেন।

কাকাবাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অনাথবাবু সরযুর বিবাহ সম্পর্কে যে নূতন সম্বন্ধ আসিয়াছে তাহা সবিস্তারে তাঁহাকে জানাইলেন। ইহা শুনিবামাত্র তিনি আনন্দাশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা অনাথ, শেখরবাবুর বাসা, কোন্‌টা বল ত—একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা কোরে আসি।"

অনাথবাবু বলিলেন, "কাকাবাবু, অত উতলা হবেন না। সব ত শুনলেন—এখন কর্ত্তব্য কি তাই বলুন। কাল বিকালে শেখরবাবুর স্ত্রী আসিয়া সমস্ত জানিয়া যাইবেন। তার পর যা করবার, তা করা যাবে।"

কাকাবাবু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "বাবা অনাথ, তপেনের মত এমন ছেলেকে কি আমি আশা কোর্‌তে পারি—ইহা যে স্বপ্নাতীত।"

অনাথবাবু বলিলেন, সরযূর অদৃষ্টে যদি ঐ পাত্র লেখা থাকে, তবে হবেই হবে। তবে তপেনবাবুর মতন সুপাত্র পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়?"

অনাথবাবুর কথায় তাঁহার দুই চক্ষে জলের ধারা দেখা দিল। তিনি কোন প্রকারে সেই অশ্রুকে দমন করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "বাবা অনাথ, সরযূর কি এমন সৌভাগ্য হবে।"

"হবে কি না হবে, তা ভগবানের হাত; তবুও আমরা চেষ্টা কোর্‌তে ছাড়্‌ব কেন কাকাবাবু?"

নিঃশব্দে কিছুকাল কাটিয়া গেলে অনাথ বাবু তাঁহার কাকাবাবুকে চিন্তান্বিত দেখিয়া বলিলেন, "কাকাবাবু, কাল তা' হোলে কি যাবে ?"

অনাথবাবুর কথায় চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন, "বৌমা আর তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর বাবা।"

কাকাবাবুকে আর কিছু না বলিয়া অনাথবাবু ঘর হইতে চলিয়া আসিলেন।

অনাথবাবু বাহির হইয়া গেলে, বৃদ্ধ সরযুর অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা—কত বিনিদ্র রজনী তাঁহারা স্বামীস্ত্রীতে সরযুর জীবন যাহাতে সুখে কাটে তাহার উপায় চিন্তা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, আজ সরযুর ভাবী সৌভাগ্যের সূচনা দেখিয়া তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

১২

বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বিকাল বেলায় রমেন তপেনের খোঁজে মেসে আসিয়া দেখিল, তপেনের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। পাশের ঘরে খোঁজ লইয়া জানিল—তপেন আজ আর বাহির হয় নাই, ঘরের মধ্যেই আছে। এই সংবাদ শুনিয়া রমেন নীচে গিয়া মেসের ঠাকুরকে রাত্রের খাবার তৈয়ারী করিতে নিষেধ করিয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিয়া তপেনের দরজায় এক বিপুল বিরাশী ওজনের ধাক্কা দিল।

দরজাতে এমন সময়ে এইরূপ আঘাত হওয়াতে তপেন ঘরের মধ্য হইতে কহিল, "কে ?"

রমেন কোন কথার জবাব পর্য্যন্ত না দিয়া পুনরায় দরজায় ধাক্কা দিল।

ঘরের মধ্য হইতে তপেন গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "কে হে, দরজায় এমন ধাক্কা দাও—এত আর বেওয়ারীশ মাল নয় ?"

তবুও রমেন তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া দরজায় আর একবার ধাক্কা দিল !

এবার তপেন অসহিষ্ণু হইয়াই বলিল, "দাঁড়াও না—কি রকম বে-রসিক হে ?"

রমেন তপেনের ব্যবহারে অধীর হইয়া এমন জোরে দরজায় ধাক্কা দিল যে অর্গলটী খুলিয়া তপেনের পায়ের তলায় পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে রমেন ঝড়ের মতন তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রমেনকে এইরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তপেন বলিল, "কি হে বিজয়ী বীর, দরজার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়োল্লাসে অধীর হোয়ে পোড়েছ যে।"

রমেন প্রত্যুত্তরে বলিল, "কি করি বল, তুমি ত আর দরজা খুল্‌বে না ; অগত্যা দরজার সঙ্গেই খানিকটা কসরৎ কোরে নেওয়া গেল !"

"কসরৎ ত খুবই দেখালে, এখন হঠাৎ এ রকম কোরে মহাশয়ের আসার উদ্দেশ্য কি তাই বল !"

এই বলিয়া তপেন রমেনের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমার বুঝি আর আস্‌তে নেই, নয় ?" এই বলিয়া রমেন তাহার হাসিতে ঘরখানিকে ভরিয়া তুলিল।

তপেন তাহার কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

তপেনের দিকে চাহিয়া রমেন বলিল, "এতক্ষণ ধোরে ঘরের মধ্যে কি কোর্‌ছিলে বল ত ?"

তপেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি আর কোর্‌ব—শুয়ে ছিলাম।"

ব্যঙ্গস্বরে রমেন বলিল, "এই বুঝি তোমার শোবার সময়—কোন্ শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে বল ত ?"

তপেন বলিল, "কোন শাস্ত্রে অবশ্য এ কথা লেখা নাই সত্য, কিন্তু কি করি ভাল লাগ্‌ছিল না বলিয়াই শুয়ে ছিলাম"

রমেন বলিল, "শুয়েই ছিলে না আর কিছু কোর্‌ছিলে ? চল, চল, একটু বেরিয়ে আসি।" এই বলিয়া তপেনকে জোর করিয়া বিছানা হইতে উঠাইয়া দিল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে রমেন বলিল, "তোমাকে একটা সংবাদ দিতে একেবারেই ভুলে গেছি। কাল বৌদিদি বর্দ্ধমান থেকে এসেছেন—তোমাকে একবার দেখা করবার জন্য বলে দিয়েছেন। তুমি ভাই চল, নচেৎ বৌদিদি কি মনে কোরবেন।"

বৌদিদি আসিয়াছেন শু'নয়া তপেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রমেনের সহিত তাহাদের বাসার দিকে চলিল।

বাসায় পৌছিয়াই রমেন আনন্দে অধীর হইয়া ডাক দিল, "বৌদিদি, বৌদিদি, আসামী হাজির।"

রমেন ঠাকুরপোর গলার স্বর শুনিয়া তাহার বৌদিদি উপর হইতে উত্তর দিলেন, "তপেন ঠাকুরপোকে উপরে নিয়ে এস।"

বৌদিদির কথা মত রমেন তপেনকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া কহিল, "বৌদিদি, আমরা কোন্ ঘরে বোসব?"

বৌদিদি বলিলেন, "এই ঘরেই এস।"

ঘরে উপস্থিত হইয়া তপেন দেখিল—ঘরের একপার্শ্বে একটি কারুকার্য্য সমন্বিত খাট—তাহাতে দুগ্ধফেননিভ এক শয্যা।

তপেনকে দেখিতে পাইয়া রমেণের বৌদিদি বলিলেন, "সেই যে এলে, আর ত আমাদের ওখানে গেলে না। লুকিয়ে লুকিয়ে বোধ হয় যাওয়া-আসা করা হয়, তাই না কি ঠাকুরপো?"

বৌদিদির কথার কোন জবাব না দিয়া তপেন চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় তিনি বলিলেন, "আজ যখন আসা হোয়েছে—তখন রাত্রে না খেয়ে কিন্তু যেতে দিচ্ছি না।" এই বলিয়া রমেনকে ইঙ্গিত করিলেন।

রমেন তাহার বৌদিদিকে বলিল, "আমিও আস্‌বার সময় মেসের ঠাকুরকে খাবার তৈয়ার করবার কথা বারণ কোরে এসেছি।"

তপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই বৌদিদি, আপনাদের কোন অভিপ্রায় আছে।"

উত্তরে রমেনের বৌদিদি বলিলেন, "আমাদের কোন কু-অভি-প্রায় নেই এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

*　　*　　*　　*

খাওয়া শেষ হইয়া গেলে তপেন বাসায় ফিরিবার জন্ত ব্যস্ত হইলে, রমেন বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, বৌদিদিকে পাঠিয়ে দিই, তাঁর সঙ্গে দেখা কোরে তুমি যেও।"

কিছুকাল কাটিয়া গেল অথচ বৌদিদি বা রমেনের আসিবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া, সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাহাকে ডাক দিতেও পারিল না—পাছে কেহ যদি কিছু মনে করেন। এই ভাবিয়া সে তাহাদের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বৌদিদির পরিবর্ত্তে সে দেখিতে পাইল একটি সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা ষোড়শী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বাহিরে হাসির উচ্চরোল উঠিল।

গৃহের উজ্জ্বল আলোকে তপেন সরযূকে চিনিতে পারিয়া সহাস্তে বলিল, "তুমি এখানে—কবে এলে ?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া সরযূ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "কাল।"

বাহির হইতে বৌদিদি বলিয়া উঠিলেন, "তপেন ঠাকুরপো, বাসায় যাবে না ?"

জানালার ফাঁক হইতে রমেণ গাহিয়া উঠিল,

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবন,
কোথায় নিয়ে যায় কে জানে।"

*　　*　　*　　*

তাহার পর আর কি! সেই মাসের ১৯শে তারিখেই তপেনের সহিত সরযুর বিবাহ হইয়া গেল। বর কনে বাসর-ঘরে

প্রবেশ করিলে রমেনের বৌদিদি আসিয়া বলিলেন "ঠাকুর-পো, এইবার দৌত্যের পুরস্কার চাই।"

পশ্চাত হইতে কে বলিয়া উঠিল "এ দৌত্যের প্রজাপতি কিন্তু এই অধম, সে কথাটা ভুললে চল্‌বে না।"

সকলে চাহিয়া দেখিল, জানালার পাশে রমেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

চিত্রকর

১

নবীন চিত্রকরদের মধ্যে অসীমকে সকলেই ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। সে যাহা আঁকিত—বাস্তবিকই তাহা সুন্দর হইত; কিন্তু বাহিরের অসমজদার লোকেরা দেখিয়া বলিত—'এ কিছুই হয় নাই'—কারণ লোকে যেরূপভাবে চিত্র প্রস্তুত করিতে বলিত—অসীম তাহা না করিয়া তাহার নিকট যাহা ভাল বোধ হইত, তাহাই সে আঁকিত। এই জন্য তাহার কাছে বড় একটা কেহ চিত্র প্রস্তুত করিতে দিত না—দিত শ্যামলকে।

শ্যামল বড়লোকের ছেলে। চিত্রকার্য্যে সে নূতন ব্রতী। তাহার হাতও তত পাকা নয়। যেখানে রং দিলে চিত্রের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হয়, শ্যামল সেখানে যাহা হয় একটা কিছু করিয়া খানিকটা রংয়ের বাহাদুরী দেখাইয়া দিত। লোকে কিন্তু শ্যামলের সেই চিত্রই তারিফ করিত। সেইজন্য শ্যামল অনেক কাজ পাইত, বাহিরে তাহার নাম-ডাকও হইল, অর্থাগমও প্রচুর হইতে লাগিল; কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা-সম্পন্ন অসীম যে দরিদ্র, সেই দরিদ্রই রহিল;—তাহার জীর্ণ কুটীর আর ঘুচিল না।

অসীমের গুরু কেহই ছিল না। সে নিজেই ছবি আঁকিতে

শিখিয়াছে। শ্যামলের শিক্ষা অন্যের নিকট হইতে। সেইজন্য তাহাদের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ হইত। তবুও তাহাদের মধ্যে খুব গাঢ় প্রণয়।

অসীম ভাবুক ও মিষ্টভাষী, কিন্তু সে লোকের সঙ্গ পছন্দ করিত না; নির্জ্জনে আপন মনে বসিয়া, আপনার খেয়াল মত ছবি আঁকিত।

২

কোন ধনী ব্যক্তি প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাঁহার মনোমত চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে যে পারিবে সে আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইবে।

অসীম বাস করিত সামান্য জীর্ণ কুটীরে, সে কোথাও যাইত না; সুতরাং বাহিরের কোন সংবাদই সে রাখিত না। নিজের চিত্র লইয়াই সে বিভোর হইয়া থাকিত। ছবিই যেন তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল, 'ওগো শুনেছ, একজন বড়মানুষ, তাঁর কি রকম যেন ছবি চাই;—যে তৈরী করে দিতে পারবে—সে নাকি অনেক টাকা পাবে। তুমি কেন সেই ছবি তৈরী করে দাও না? তাহ'লে আমাদের এত যে দুঃখ কষ্ট সব দূর হয় এবং তোমারও বেশ নাম হয়।'

অসীমের কাণে সে কথা গেল না, সে তখন তন্ময় হইয়া ক্যানভাসের উপর রেখা টানিতেছিল।

অসীমের স্ত্রী তাহার গা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "শুনেছ, আমি যা বল্লুম।" অসীম স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি বল্লে, আমি ত শুনিনি!' অসীমের স্ত্রী পূর্ব্ব-কথিত বিবরণ আবার বলিল। অসীম কহিল "ও কি আমি পারবো—যে তার জন্য চেষ্টা করবো? সে যদি পারে ত—একমাত্র শ্যামলই পাবে, আমরা কেউ না।"

এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী কহিল "তুমি বাইরে বেরুবে না—তা'হলে কি করে পার্‌বে বলে? শ্যামল বাবুর কি রকম নাম-ডাক। তুমি কিন্তু যে গরীব—সেই গরীবই রইলে।"

অসীম অন্যমনস্কভাবে "হুঁ" বলিয়া, তুলিটা রংএ ডুবাইয়া লইয়া ক্যান্‌ভাসে একটা কি রেখাপাত করিল; বোধ হয় সেই রেখাপাতে কিছু একটা খুলিয়া গেল,—তখন তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল।

৩

একদিন অসীমের কুটীর-দ্বারে তাহার বন্ধু-চিত্রকরগণের সমাগম হইল।

অসীম তখন তাহার কুটীরের মধ্যে ছিল। বাহিরে লোক-সমাগম দেখিয়া—অসীমের স্ত্রী তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "ওগো, বাইরে যে অনেক লোক এসেছে—দেখ না গিয়ে।"

অসীম বলিল, "লোক—কেন? তারা কি চায়?"

তাহার স্ত্রী কহিল, "গিয়ে দেখ না—ওঁরা সব কেন এলেন। বোধ হয় ছবির কথা বলতে।"

অসীম বলিল, "কি ছবি— কার ছবি?"

স্ত্রী বলিল, "আগে বাইরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এস—তা হ'লেই সব জান্‌তে পার্‌বে।"

অসীমকে দেখিয়া শ্যামল তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'অসীম, কি খবর তা' জান না বুঝি?' আর একজন বলিল, 'অসীমই পার্‌বে—আর কেউ পার্‌বে না।' অসীম বলিল, 'কি ছবি ভাই শ্যামল, আমি ত কিছুই জানি না।' শ্যামল বলিল, 'একজন বড়মানুষ একখানি চিত্র তৈয়ার করতে সকলকে বলেছেন—যাঁরটা তাঁর পছন্দ হ'বে, সেই পুরস্কার পাবে। ছবিটি হ'বে স্বামীর মৃত্যু সন্নিকট, পার্শ্বে স্ত্রী উপবিষ্ট, এই রকমের।"

অসীম বলিল, আমি পারবো না ভাই—আমি ত পারবো না; তুমি চেষ্টা কর।'

শ্যামল ও অন্যান্য সকলে অসীমের হাত ধরিয়া বলিল, 'ভাই অসীম, তুমিই পারবে—অপর কেউ পারবে না।'

অসীম কিছুই না বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

৪

অসীম আজ চার পাঁচ দিন তার সেই ক্ষুদ্র চিত্রশালা হইতে বাহির হয় নাই। কেবল কি একটা চিত্র লইয়া সে পড়িয়া আছে। দিন নাই—রাত নাই—নিদ্রা নাই,—কেবল ছবির দিকেই একমনে চাহিয়া থাকে—আর কি ভাবে।

স্ত্রী ডাকিলে কথা কয় না। কেবল ক্যান্‌ভাসের উপর আপন

মনে রেখা টানিয়া যাইতেছে ; যখন মনের মত হইতেছে না, তখন তুলি দূরে ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে। এই রকম করিয়া কয়েক দিন গেল। ছবি যে কিছুতেই তার মনের মত হইতেছে না। অসীম শেষে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার স্ত্রী অনেক কাঁদাকাটি করিল—সে তাহাতে কর্ণপাতও করে না। অর্দ্ধাশনে ও অনশনে অসীমের শরীর শীর্ণ ও জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে লাগিল। আর সে তুলি ধরিতে পারে না।

একদিন গভীর রাত্রিতে অসীম স্ত্রীকে বলিল, 'আমায় একবার বাইরে নিয়ে চল। যদি আর না যেতে পারি।'

বাহিরে আসিয়া বলিল, 'কই আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না—চোখে আমার কি হোল। কই—কিছুই ত নাই ; ওগো, সব অন্ধকার যে।'

অসীমের স্ত্রী এই কথা শুনিয়া কাতরস্বরে বলিল, 'তুমি ও-রকম করছো কেন ? চল ঘরে যাই।'

মাতালের মত টলিতে টলিতে অসীম বলিল, 'আমাকে একবার ছবির ঘরে নিয়ে যেতে পার—একবার।' অসীমের স্ত্রী বলিল, "ছবির ঘরে আর যায় না ; তুমি এখন শুতে চল।"

অসীম জড়িতকণ্ঠে বলিল, "না গো না—আমায় একটিবার নিয়ে চল—একটিবার মাত্র।"

অসীম অতি কষ্টে কোন রকমে তাহার সেই অসমাপ্ত ছবির সম্মুখে বসিয়া বলিল, "ওগো, আমি একটু দেখ্‌তে পাচ্ছি ; কিন্তু

বেশীক্ষণ আর পারব না ;—চোখ যে যায়। শেষ তুলিটা একবার আমার হাতে তুলে দাও না—শেষ টানটা একবার টেনে দিই।" এই বলিয়া তুলি হাতে লইয়া একটান দিয়া "ব্যস্" বলিয়া ঢলিয়া পড়িল।

৩

পরদিন অতি প্রত্যুষে সেই ধনী ব্যক্তি ও অন্যান্য চিত্রকর অসীমের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্যামল দ্বারের নিকট গিয়া ডাকিল, "অসীম, অসীম।" কোন উত্তর না পাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অসীমের দেহ একখানি চিত্রের মূলে পড়িয়া আছে,—আর তাহার স্ত্রী প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ পার্শ্বে উপবিষ্টা ; দুই জনেরই জীবন-দীপ নিবিয়া গিয়াছে।

শ্যামল বাহিরে আসিয়া সকলকে বলিল, "অসীম সে ছবি তৈরী করেছে—কিন্তু সে ত আর নাই।" বলিয়া চুপ করিল।

শ্যামলের কথা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "কেন, অসীমের কি হয়েছে ?"

শ্যামল বালকের মত কাঁদিয়া বলিল, "চল—দেখবে এস।"

সকলে চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্যানভাসের উপর যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, সম্মুখে শরীর পরিগ্রহ করিয়া সেই দৃশ্যই রহিয়াছে। অসীম চিত্রে যাহা অঙ্কিত করিয়াছিল, বাস্তব জীবনেও ঠিক সেই অন্তিম দৃশ্যই

প্রদর্শন করিয়াছে ;—ছবিতেও অসীম আর তাহার স্ত্রী—সম্মুখেও সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য! একটুও পার্থক্য নেই—একই দৃশ্য!

সকলে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে এই অপার্থিব দুইটী চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। চিত্রকর তাহার চিত্রে ও বাস্তব-জীবনে একই দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের দর্‌গা

১

দুই বন্ধুতে প্রাচীন সমাধি সকল দেখিয়া যখন ফিরিতেছিল, কমল তখন কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দেখ অতুল, ঐ যে একটা সমাধি দেখ্‌ছো—তার বিবরণ শুনিলে তুমি মর্ম্মাহত হ'বে।" এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে লাগিল।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যার ঈষৎ আঁধার পৃথিবীর বক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই বন্ধুতে তখন অতি কষ্টে বন্ধুর পথ দিয়া ফিরিতেছিল।

অতুল বলিল, "কি রকম—শুন্‌তে পাই না?"

কমল চিন্তান্বিত ভাবে বলিল, "তুমি কেন,—সকলেরই শোনা উচিত। এমন—"বলিয়া কমল চাপা কণ্ঠে বলিল, "শোকাবহ ঘটনা যে—শুন্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

অতুল আবেগ ভরে বলিল, "এখনই বলিতে বলিতে চল না কেন?"

কমল, "এখন থাক—বাড়ী গিয়া বলিব" বলিয়া মৌন হইয়া চলিতে লাগিল।

যখন তাহারা সমাধির পাশ দিয়া ফিরিতেছিল,—সেই স্থানের

অধিবাসীরা সেই সময় সমাধিতে আলো দিতেছিল, এবং কেহ কেহ সেখানে বসিয়া গান করিতেছিল।

অনেক ঘুরিয়া-ঘুরিয়া যখন তাহারা বাড়ী ফিরিল, তখন আকাশ তারায় ভরা এবং গ্রাম-প্রান্তে নৃত্যশীলা গিরি-নদীর উচ্ছ্বাস শোনা যাইতেছিল।

২

আহারাদি শেষ হইলে অতুল বলিল, "কমল, তোমার সেই গল্পটা এইবার বল।"

কমল বলিল, "শুনবে তা' হ'লে" এই বলিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল।

যে স্থানে সমাধিমন্দির দেখিলে, উহারই নিকটে পীর সাহেবের ঘর ছিল। পীর সাহেবের এখন কেউ আছে কি না, তাহা আমি জানি না। এখানকার অধিবাসীরা পীর সাহেবকে দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। যদি কেহ বিপদে পড়িত অমনি তাঁর নিকট আসিত; তিনি তার ব্যবস্থা করে দিতেন। এই রকমে তাঁহার দিন যাইতেছিল।

এই গ্রামে একজন প্রতাপান্বিত জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি পীর, পয়গম্বর, সাধু ও ফকির মানিতেন না—এই চরিত্রের লোক।

সেই জমিদারের রূপলাবণ্যবতী এক বয়স্কা কন্যা ছিল।

এত বয়স পর্য্যন্ত, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, তিনি কন্যাদান করিতে পারেন নাই। জমিদার কন্যাকে বড় স্নেহ করিতেন।

জমিদার-কন্যা ফতেমা প্রায়ই গ্রামে বাহির হইতেন। সেই সময়ে পীর সাহেবের খুব নাম। ফতেমা একদিন পীর সাহেবকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পিতা বলিলেন, "না—ও পীর নয়—ভণ্ড। তাহাকে দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করবার দরকার নাই।"

ফতেমা কিছু না বলিয়া বিষণ্ণ মুখে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

পীর সাহেবের কথা ফতেমার মনের মধ্যে বারবার উদিত হইতে লাগিল।

৩

পীর সাহেবকে দেখিবার বাসনা ফতেমার মনে বলবতী হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় ফতেমা পীর সাহেবের দরগায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এত রাত্রে জমিদার কন্যা ফতেমাকে সঙ্গিবিহীনা অবস্থায় দেখিয়া পীর সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং সস্নেহ-কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি এই রাত্রে! কিছু কি প্রয়োজন আছে?"

ফতেমা বলিল, "আপনার নাম অনেক দিন থেকে শুন্‌ছি। দেখ্‌বো দেখ্‌বো করে আর আসা হয় না। তাই আপনার কাছে এসেছি।"

পীর সাহেব বলিলেন, "আর কেহ সঙ্গে আছে?"

ফতেমা বলিল, "না, আমি একলাই এসেছি। আপনার

নিকট আসবার কথা বাবাকে বল্‌তে, তিনি বল্লেন, 'ও ভণ্ড।' বাবার নিষেধ সত্বেও আমি এসেছি।"

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পিতার নিষেধ সত্বে আপনি আসিয়া বড়ই অন্যায় করিলেন।"

ফতেমা কাতর-কণ্ঠে কহিল, "বাবা আপনাকে দেখিতে পারেন না; কারণ, আপনি ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা লোক। তিনি ধর্ম্ম মানেন না, সাধু মানেন না, মসজিদ মানেন না—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পীর সাহেব বলিলেন, "পিতার উপর ক্রোধান্ধ হইবেন না— তিনি মহাশয় ব্যক্তি—আশ্রিত-বৎসল।"

এই কথা শুনিয়া ফতেমা বলিল, "তিনি যে সাধু-ফকিরকে অশ্রদ্ধা করেন!' বলিয়া চুপ করিল।

রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া পীর সাহেব বলিলেন, "আপনি এখন ঘরে যান।"

যাইবার সময় ফতেমা পীর সাহেবের পদধূলি লইয়া "আপনাকে দেখিয়া আমি ধন্য হইলাম" বলিয়া চলিয়া গেল।

৪

জমিদার লোক-মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার কন্যা পীর সাহেবের কাছে যায় এবং তাহার নিকটে দীক্ষা লইয়াছে! ইহা শুনিয়া তাঁহার মন জ্বলিয়া উঠিল; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি কন্যাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অসময়ে পিতার আহ্বান শুনিয়া ফতেমা ভাবিল, পিতা কি পীর সাহেবের নিকটে তাহার যাতায়াতের কথা শুনিয়াছেন?

ফতেমাকে দেখিয়া তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি না কি ভণ্ড পীরের নিকট দীক্ষিতা হয়েছো, আর তাহার নিকটে যাও? এখনি ইহার সৎ উত্তর দাও; নচেৎ বিষম অনর্থ হইবে।"

ফতেমা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমি তাঁর নিকটে যাই, এবং দীক্ষা লইয়াছি। তিনিও আমাকে ধর্ম্মের সঙ্গিনী করেছেন। আমি অন্য কোন দীক্ষা লই নাই; আমি প্রেমের দীক্ষা লইয়াছি। ইহাতে যদি আপনার রোষে পড়িয়া জীবন দিতেও হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত।"

কন্যার কথা শুনিয়া জমিদারের চমক ভাঙিল। তিনি রাগে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "যে আমার আদেশ অমান্য করে, ভণ্ড পীরের নিকট দীক্ষিত হয়, সে আমার কন্যা নয়। আর তার স্থানও আমার বাড়ীতে নয়।"

পিতার কথা শুনিয়া ফতেমা কিয়ৎকাল তথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

জমিদার ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার তিরস্কারে কন্যার মন ফিরিয়া যাইবে।

পরদিন ফতেমাকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি পীরের নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পীর সাহেব ধ্যানস্থ—ফতেমা পীর সাহেবের সম্মুখে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া।

কন্যাকে এই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, জমিদার অনুচর-

দিগকে বলিলেন, "পীরকে বাঁধ—ফতেমাকে চুল ধরিয়া টানিয়া আন।"

এই গোলযোগে পীর সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল—তিনি সম্মুখে জমিদারকে দেখিয়া বলিলেন "আপনি এই দীনের কুটীরে! বসুন। আমার পরম সৌভাগ্য!"

জমিদার তাঁহার কথায় কাণ না দিয়া একজন অনুচরকে বলিলেন—"পীরকে বাঁধ আগে।" যেমন অনুচরেরা পীর সাহেবকে ধরিতে যাইবে, অমনি ফতেমা কাল-বিলম্ব না করিয়া ঘরের কোণ হইতে একটি কুঠার লইয়া, সেই অনুচরের গলায় আঘাত করিল।

ইহা দেখিয়া জমিদার আরও ক্রোধান্বিত হইলেন; বলিলেন, "ফতেমাকে এখনই কাটিয়া ফেল! অসচ্চরিত্রা! ব্যভিচারিণী!"

অনুচরেরা ফতেমাকে যেমন আঘাত করিতে যাইবে, অমনি পীর সাহেব তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া, নিজের ঘাড় বাড়াইয়া দিলেন। ফতেমার উপর উদ্যত আঘাত তাহার স্কন্ধে না পড়িয়া, পীর সাহেবের স্কন্ধের উপর পড়িল।

"পিতা কি করিলেন!" বলিয়া ফতেমা পীর সাহেবের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

জমিদার বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ এই অচিন্ত্য-পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে—"ফতেমা, মা আমার!" বলিয়া পীরের পদতলে বসিয়া পড়িলেন।

ভিখারিণী

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরের দিকে সবেমাত্র একটু তন্দ্রার আবেগ আসিয়াছে, এমন সময় কিছুদূর হইতে একটা মিঠে সুরের ঢেউ কাণে আসিয়া আমাকে সজাগ করিয়া তুলিল। অনুভবে বুঝিলাম। কোন এক অভাগিনী নারীর করুণ কণ্ঠধ্বনি।

শয্যাত্যাগ করিয়া যেদিক হইতে সুর-লহর আসিতেছিল, সেই দিকে চলিলাম। সেই সুমিষ্ট স্বর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল,—তার পর আরও কাছে আসিল।

গাইতে গাইতে পথ চলিতেছিল একটী রমণী। তাহার হাত ধরিয়া একটী আট বছরের বালক। আমাকে দেখিয়া বালকটি অভিবাদন করিল; হাতছাড়া হইবামাত্র রমণীও মাথা নত করিয়া আমাকে নমস্কার জানাল।

ভিখারিণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, প্রকৃতিদেবী তাহাকে সৌন্দর্য্য-শ্রীমণ্ডিত করিতে কৃপণতা করেন নাই। তাহার পরিধানে শত-গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন সত্ত্বেও তাহাকে অপরূপ সুন্দরী বলিয়া ধারণা হইল। তারপর প্রভাত-অরুণের প্রথমচ্ছটায় যখন স্পষ্ট করিয়া তাহাকে দেখিলাম, তখন বসন্তের গুটিকার চিহ্ন তাহার রূপ-লাবণ্যকে যে হতশ্রী করিয়া দিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিলাম।

মধুর-কণ্ঠে বালক একটি গান ধরিল। গান যখন পর্দ্দায়-পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল, তখন তাহার সুমিষ্ট স্বর শুনিয়া আমার প্রাঙ্গণ শ্রোতায় ভরিয়া গেল এবং যে যেখানে পারিল, সে সেইখানে দাঁড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত সে গান শুনিতে লাগিল।

বালকের গান থামিলে ভিখারিণী তাহার একতারায় ঝঙ্কার দিল। পরিচিত হস্তের কোমল স্পর্শে যন্ত্র রিণি-রিণি করিয়া বাজিয়া উঠিয়া পুঞ্জীভূত বিষাদের সুরে গগন পবন মুখর করিয়া তুলিল। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী সমবেদনায় চোখের জল ফেলিতে লাগিল; আর স্তম্ভিত হইল ভিখারিণীর অসামান্য নিপুণতা দেখিয়া। তারপর যন্ত্র-সাহায্যে ভিখারিণী গান ধরিল। করুণ কণ্ঠধ্বনি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং সুরের মোহন আবেশে যেন মন্থর হইয়া পড়িল।

গান থামিল, কিন্তু সুরের লীলায়িত মধুর নিক্কণ সকলের কর্ণ-বিবরে তখনও ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ জনতা একবাক্যে তাহাকে ধন্যবাদ করিল।

গান শুনিতে শুনিতে আমি আপনাহারা হইয়া গিয়াছিলাম। জনমণ্ডলীর সমবেত প্রশংসাধ্বনি থামিয়া গেলে, আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন চাহিয়া দেখিলাম—গায়িকার কৃষ্ণ-তারকা দু'টি নিশ্চল;—বুঝিলাম ভিখারিণী অন্ধ।

বাটীর ভিতর হইতে অনুরোধ আসিল, তাহাদিগকে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে। আমিও তাহাদিগকে ভিতরে যাইতে

বলিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহিণী ভিখারিণীর হাত ধরিয়া তাহার জীবনের ঘটনা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিতা হইলেন। সে তাঁহাকে সংক্ষেপে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই—

পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা ভালই ছিল। তাহার স্বামী গান গাহিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদিগের সংসার একরূপ চলিয়া যাইত। কর্ম্মের অবসরে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া ভিখারিণী সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহাদের গৃহখানি আনন্দের কোলাহলে মধুর ছিল।

হঠাৎ কোথা হইতে একটা ব্যাধি আসিয়া তাহার সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার স্বামী একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত তিনি ঘরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না।

স্বামীর সেবা করিতে করিতে তাহারও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পর একদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের গুটি দেখা দিল। তাহার জীবনের আশা ছিল না বলিলেই হয়। বহু চেষ্টায় তাহার জীবন রক্ষা পাইল; কিন্তু এই জীবনের বিনিময়ে তাহাকে দিতে হইল—চক্ষুরত্ন; ভিখারিণী জগতের আলো আর দেখিতে পাইল না। অভাগিনী তখন স্বামীর পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল। স্বামী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোমার জীবন অন্ধকারময় হইল, ইহাতে ক্ষোভ করিও না। মনে রাখিও ভগবান দয়াময়। তাঁহার দয়ায় অবিশ্বাসী হইও না—শান্তি পাইবে; ভয় কি ?"

সেইদিন হইতে ভিখারিণী যদিও বিশ্বের সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাইল না ; কিন্তু স্বামীর উপদেশ সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইত। কষ্টে ও যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে করযোড়ে বলিত, "যন্ত্রণা বড়ই পাইতেছি, তবুও হে প্রভু, তুমি দয়াময়।"

সঙ্গের ছেলেটি তাহার একমাত্র সন্তান—অন্ধের যষ্টি। ইহাকে সঙ্গে লইয়া সে স্বামী ও পুত্রের জীবন-রক্ষার জন্য পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

গৃহিণী ভিখারিণীব কথা শুনিয়া সজলনয়নে আশাতিরিক্ত পয়সা দিয়া বলিলেন, "যখন সুবিধা হইবে, মাঝে মাঝে আসিও।"

ছেলেটি আমার পায়ের উপর মাথা নত করিয়া কহিল, "বাবুজী, আমার বাবা যে কাল থেকে কিছু খায়নি—আমরা এখন যাই। বাবা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন। তাঁর বড় কষ্ট। তিনি নড়তে পারেন না—আর আমার মাও চোখে দেখেন না। আমরা এখন আসি।" এই বলিয়া ছেলেটি তাহার অন্ধ মাতার হাত ধরিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

তাহার পরে কতদিন চলিয়া গেল—তাহাদের আর দেখা নাই। এই সহরে কোথায় তাহাদের খোঁজ করিব। কিন্তু, এখনও সময়ে সময়ে তাহাদের সেই বেদনা-কাতর মুখখানি মনে পড়িলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ভাই

ক

সাতপুরুষের বাস্তুভিটা লইয়া যখন দুই ভাই রাম-কানাই ও শ্যাম-কানাইএর মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল, তখন পাড়ার অতি-বৃদ্ধ ঠাকুরদা মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া কহিলেন, "বাবা রাম-শ্যাম, শেষকালে কি পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করবে ?"

বৃদ্ধের এই অনুরোধ শুনিয়া দুই ভাই-ই চুপ করিয়া রহিল, পূজনীয় বৃদ্ধের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহার অসম্মান করা কর্ত্তব্য বোধ করিল না ; কিন্তু তাহাদের মনের গোল মিটিল না ; তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। বাহিরে একটু চাপা পড়িলেও ভিতরে কিন্তু জ্বলুনি বাড়িতেই লাগিল।

একদিন রাম-কানাই দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ শ্যাম-কানাই আসিয়া কহিল, "দাদা, টাকার কি করলে--আজ ত দেবার কথা ; আজ না দিলে ভারী অন্যায় হবে। যেখান থেকে পাব—আজ আমার টাকা চাই---চাই-ই।"

রাম-কানাই কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "ভাই শ্যাম, আজ অনেক ঘুরে ঘুরে তবুও টাকার যোগাড় করতে পারলাম না—দেখি বিকালে যদি কিছু করতে পারি। যখন বলেছি দেবো—

তখন যেমন করে পারি দেবার চেষ্টা করব—কিন্তু না পেলে কি করব ভাই ?"

শ্যাম-কানাই এই কথা শুনিয়া রাগতঃ ভাবে কহিল, "তা' আমি জানি না—টাকা তুমি কোত্থেকে পাবে না পাবে। আজ আমার টাকা চাই—তা যে রকম করেই হোক না কেন ?"

"আচ্ছা ভাই, একবার সন্ধ্যার পর এস—যদি কিছু যোগাড় করে আনতে পারি—তখন এসে নিয়ে যেয়ো।" এই বলিয়া রাম-কানাই কল্কে বদ্‌লাইয়া আবার তামাক খাইতে লাগিল।

আজ অনেকদিন পরে তাহার একটি কথা মনে পড়িল। সেবার ওলাউঠায় ৮ বৎসরের শ্যামকে রাখিয়া তাহাদের মা চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন, তখন সবেমাত্র রাম কানাইএর বিবাহ হইয়াছে। নাবালিকা নববধূর অকৃত্রিম যত্নে ও স্নেহে নাবালক শ্যাম এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। এমন কতরাত্রি রাম-কানাইএর নিদ্রা হয় নাই; পাছে শ্যাম নিদ্রার ঘোরে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। এমনি অনেক দুঃখ ও শোকের মধ্য দিয়া রাম ও তাহার পত্নী শ্যামকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। আজ কিনা তার এই শাস্তি। এই সব চিন্তা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

যখন আর ভাবিতে পারিল না, তখন বাড়ীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীকে বলিল, "দেখো, শ্যাম এতদিনে সত্যিসত্যিই আমার পর হয়ে গেল। কার পরামর্শে সে এই রকম হয়ে গেল—তুমি বল্‌তে পার ?" এই বলিয়া স্ত্রীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী অতি দুঃখিতভাবে কহিল, "তুমি কি বল্‌ছ!—শ্যাম কি আমার সেই রকমের ছেলে! তোমাব নিশ্চয়ই মতিভ্রম হয়েছে; তা' না হলে শ্যামকে তুমি ও-রকম মনে করতে পার? ওগো অমন কথা আর বোলো না, বোলো না।"

রাম-কানাই স্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল এবং মনে মনে নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

স্বামীকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাব স্ত্রী কহিল, "বেলা যে অনেক হলো—স্নান করে এস; ভাবছ কি? শ্যাম কি আমাদের পর হতে পারে? তুমি কোন ভাবনা কোরো না। এখন ওঠ, যাও।"

'হাঁ যাই" এই বলিয়া রাম কানাই মাথায় একটু তেল দিয়া ধীরে ধীরে পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

৩

সেইদিন রাত্রে শ্যাম-কানাই আসিয়া বলিল, "দাদা, টাকা কি এনেছ?"

রামকানাই বলিল, "না ভাই—টাকার যোগাড় কোন মতেই কোরতে পারলাম না। যদি তোমার টাকার এত বেশী দরকার হয়, তবে তোমার বৌদিদির গহনা লইয়া গিয়া বাঁধা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লও।"

শ্যাম-কানাই কিছুমাত্র না ভাবিয়া কহিল, "তাই না হয় দাও—"বলিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"আচ্ছা ভাই একটু বোস; তোমার বউদিদিকে ডেকে আনি; যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।" এই বলিয়া রাম-কানাই স্ত্রীর উদ্দেশে বাড়ীব মধ্যে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পবে রাম-কানাইএর পশ্চাতে তাহাব বৌ-দিদিকে আসিতে দেখিয়া সে পলাইবে কি অটল অচল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ধপ্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কই—গহনা, দাও আমি এখনি যাব, আমার দরকার আছে।"

"শ্যাম, তুমি এখনই যাবে? ভাত ত রাঁধা হয়ে গেছে—খেয়েই না হয় যাও।" এই বলিয়া তাহার বৌদিদি তাহার হাত ধরিবা মাত্র, সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "বৌদিদি, ভাত খাবো না—আমি এখনই যাবো।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

শ্যামের এই রকম আচরণে তাঁহার বৌদিদি চমকিত হইয়া উঠিল। কত রাত্রি কত দিন, শ্যামের হিতের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া স্বামী স্ত্রীতে কাটাইয়াছে, তবুও একদিনেব জন্য তাহারা মনে স্থান দেয় নাই যে শ্যাম শেযে এতদূর পর্য্যন্ত করিবে।

একদিন স্বামীর কথা তাহার মনে পড়িল। 'শেষে শ্যাম আমাদের তাড়িয়ে দেবে' সে ত হ'বার আর বেশী দেরী নেই।

শ্যামকে ৮ বৎসর হইতে মানুষ করিয়া শেষে কি তাহার এই

ফল ? তাহাকে যত্ন করাতে পাড়ার লোকে কত কথা বলিয়াছে—
'যত্ন করে কি হ'বে বোন শেষে টিক্‌লে হয়।'

আমি তখনই বলেছি, "না, তোমরা অমন অকল্যাণের কথা বোলো না। শ্যাম যদি সত্যই আমাকে তাড়িয়ে দেয়—আমি না হয় তার বাড়ীর ঝি হ'য়েই থাক্‌বো ? আমি যে তার মা। আমার ত সাতটিও নেই পাঁচটিও নেই—একটা গেলে অন্যকে নিয়ে থাক্‌বো—আমার যে মোটে একটী। তাকে ছেড়ে আমি কি রকম করে থাক্‌বো ? তিনি যেন পুরুষ মানুষ—তাঁর কঠিন প্রাণ; আমরা যে মায়ের জাত। আমাদের কি কঠিন হ'লে চলে ? আমাদের যে নুইতেই হ'বে—আমরা যদি না নুইবো —তবে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে কারা ?"

"শ্যামকে আমি কাছ ছাড়া কোরবো না—কোরবো না।" এই বলিয়া রাম-কানাইএর স্ত্রী পাগলিনীর মত ঘরের বাহির হইয়া গেল।

গ

নানাদিক হইতে এত অত্যাচার তাহাদিগের উপর হইতে আরম্ভ হইল যে, অবশেষে রাম-কানাই আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, একদিন অতিকষ্টে তাহার স্ত্রীকে কহিল, "এবার বুঝি আমাদের বাস্তুভিটা ছাড়্‌তে হয়।" বলিয়া ছল্ ছল্ চোখে অত্যাচারের কাহিনী সমস্ত তাহাকে বলিল।

সে রাত্রে রাম-কানাই আর কিছু খাইবে না বলিয়া শুইয়া

পড়িলে তাহার স্ত্রী আসিয়া কহিল, "একটু কিছু খাও, তা না হলে শ্যামের আমার অকল্যাণ হ'বে।"

রাম-কানাই খাইতে বসিয়া শ্যামের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বোধ হয় শ্যামের এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া হয়নি, শুতে যায়গা পাচ্ছে না, অনিদ্রায় রাত কাটাচ্ছে ইত্যাদি চিন্তাতে তাহার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। বেশী কিছু খাইতে পারিল না, চোখের জল দৃষ্টি অবরোধ করিয়া ফেলিল। অতিকষ্টে উদ্দাম কান্নাকে রুদ্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

* * * *

তাহার পর আবার একদিন শ্যামের পুনরায় টাকার প্রয়োজন হওয়াতে, বাড়ীতে ঢুকিয়া শ্যাম যাহা দেখিল—তাহাতে সে অবাক্ হইয়া গেল। সমস্ত বাড়ীটি খাঁ খাঁ করিতেছে। একবার ভাবিল, বৌদিদি বলিয়া ডাক দেয়—পরক্ষণে ভাবিল, না।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া যখন দাদা ও বৌদিদির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন শ্যাম হতাশভাবে দাবায় বসিয়া হঠাৎ চালের, বাতায় দেখিতে পাইল—একগোছা চাবি ও এক টুকরা কাগজ; তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া পড়িয়া বুঝিল—তাঁরা দুইজনেই দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যত কিছু জিনিষ-পত্র সবই ঘরে ঠিক আছে—কিছুই তাঁরা সঙ্গে লন নাই।

শ্যাম-কানাইএর বেশ সুবিধা হইয়া উঠিল। সে অত্যাচার ও ব্যাভিচারে তখন মন দিল। অধিক অত্যাচারে যাহা হইয়া থাকে—তাহাই হইল।

মৃত্যুর অতি সন্নিকট সময়ে রাম-কানাই ও তাহার স্ত্রী পাগলের মতন শ্যামের পাশে আসিয়া পড়িল।

রাম অতি কাতর-কণ্ঠে বলিল, "শ্যাম, তুই খবর না দিস্—মন যে খবর আগে দেয়। সেই টানে যে আমরা অতদূর থেকে এসেছি।"

"ছেলের জন্য মায়ের প্রাণ যে কি রকম করে—সে মা-ই জানে; তুমি তা' কি করে বুঝবে ঠাকুর-পো?" এই বলিয়া তাহার বৌদিদি নিজ সন্তানের মতন শ্যামকে কোলে তুলিয়া লইয়া ডাক্তারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

স্বামী-স্ত্রীর যত্ন চেষ্টার ও শুশ্রূষায় শ্যাম সে-যাত্রা মরণের কবল হইতে রক্ষা পাইল।

তাহার বৌদিদি শ্যামের আরোগ্যলাভের জন্য সত্যনারায়ণের পূজা মানত করিয়াছিল। শ্যাম যেদিন অন্নপথ্য করিল, তাহার পরের পূর্ণিমায় ষোড়শোপচারে সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরোহিত পূজা শেষ করিয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় গাঁয়ের 'ভোলা পাগ্‌লা' সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম-কানাই বলিল, "ওরে, ভোলা এসেছিস্, বেশ, বেশ। আজ শ্যামের কল্যাণে সত্যনারায়ণের পূজা দিলাম। একটু থেকে প্রসাদ নিয়ে যা।"

ভোলা তখন আনন্দে গাহিয়া উঠিল,—

এমন ঘরের হয়ে পরের মত,
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।

স্নেহের-ক্ষুধা

এক

সে দিন রবিবার। হাতের কাজকর্ম্ম সব চুকাইয়া দিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় বাঁশীতে করুণ ফুৎকার দিয়া এক সাপুড়ে আসিয়া আমার ঘরের জানালার দিকে চাহিল। বাঁশীর আর্ত্তধ্বনিতে আমি বিচলিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম,

"তুমি কি চাও ?"

সে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "বাবুজী, সাপ্ খেলান হোগা ?"

আমি অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

আমার উত্তর শুনিয়া যখন সে যাইবার উপক্রম করিবে, সেই সময় আমার পাঁচ বছরের কন্যা মীনা বোধ হয় বাঁশীর স্বর শুনিয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে ডাকিল, "ওগো এসো না—আমি সাপ্ খেলানো দেখ্‌বো।"

মীনার আধ আধ কথায় সে ফিরিয়া আসিয়া, আমার দরজায় দাঁড়াইয়া বাঁশীতে আর একবার ফুৎকার দিল। মীনা ছুটিয়া গিয়া তাহার অতি জীর্ণ আলখেল্লা ধরিয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীতে এস না—আমি, মা সাপ্ খেলানো দেখ্‌বো। বাবা কিছু তোমায় বলবে না—তুমি এস।" এই বলিয়া মীনা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিল—আমার উঠানে।

আমি মীনার এই ব্যবহার দেখিয়া হাসিব কি ধমকাইব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, গৃহিণীকে ডাকিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম।

একটু পরেই বাহিরে আসিয়া দেখি, মীনা সেই সাপুড়ের কোলের উপর বসিয়া মহা আত্মীয়ের মত তাহার সহিত জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেছে। তার ছেলে আছে কি না, এখন তারা বাসায় কি করিতেছে ইত্যাদি কথায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া মীনা জড়সড় হইয়া তাহাকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

গৃহিণী বাহিরের দিকে আসিয়া মীনাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, "ওকি গো, মেয়ের আক্কেল দেখেছ—ওর কোলে বসে কেন ? তুমিই বা কি রকমের মানুষ, একটুও কি ঘটে বুদ্ধি নেই !"

আমি মীনাকে বলিলাম, "মীনা, চলে এস, আমার কোলে বসে সাপ্ খেলানো দেখ।"

যখন তাহার উঠিবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না, তখন আমি তাহাকে জোর করিয়াই সাপুড়ের কোল হইতে উঠাইয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইতে আমার স্ত্রীকে বলিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভিতরে চলিয়া গেলাম। একটু পরে বাহিরে আসিয়া দেখি সাপুড়ে জড়ের মতন বসিয়া আছে—চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। তাহাকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও – আর একদিন এস।"

সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "বাবুজী, লেড়কীকে নিয়ে গেলেন কেন ? আমি কি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতুম—বাবুজী ?"

এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার অতি-জীর্ণ আল-খেল্লার পকেট হইতে একটা লাল রঙের পুতুল বাহির করিয়া আমাকে দিয়া বলিল, "এটী আপনার লেডকীকে দেবেন—বাবুজী।' বলিয়া সে পুতুলটী মাটিতে রাখিয়া একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

আমি ভালমন্দ কিছুই বলিলাম না, পুতুলটী যেখানে ছিল, সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

৩

সমস্তদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া মীনা সন্ধ্যার সময় কিছু না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, তাহার মাতা আসিয়া আমাকে বলিলেন, "জোর করে কেন ওকে সাপুড়ের কোল থেকে তুলে আন্‌লে ? না হয় একটু বসেই ছিল ; তা বলে কি ও মেয়ে নিয়ে পালাতো ? সমস্ত দিন কেঁদে কেঁদে গাটা গরম হয়েছে, আর কিছু না হয়।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন।

আমি সকালের ঘটনা ভাবিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু মীনার কাতরতাপূর্ণ মুখখানি বারংবার মনে উদয় হওয়াতে, আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। যখন মনে কিছুতেই শান্তি পাইলাম না, তখন বাজারে গিয়া দামি-দামি খেলানা কিনিয়া আনিয়া তাহাকে দিলাম ; কিন্তু তাহার একটাও মীনা স্পর্শ করিল না। বরং বলিতে লাগিল, "আমি সাপ খেলানো দেখব।"

রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, মীনার জ্বর ততই বাড়িতে

লাগিল এবং মাঝে মাঝে সে চম্‌কাইয়াও উঠিতে লাগিল। মীনার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। স্বামী-স্ত্রীতে সমস্ত রাত্রি তাহার পাশে বসিয়া রহিলাম। মীনা মাঝে মাঝে ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "আমি তার কাছে যাব, বাবা আমি একবার যাব।"

রাত্রি পভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া, আমি ডাক্তার আনিবার জন্য যেমন বা'হর হইব, হঠাৎ দেখি সেই সাপুড়ে। আমি যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই—এইভাবে চলিয়া যাইব ভাবিতেছি; হঠাৎ সে আমার সামনে আসিয়া বিনীতস্বরে-কহিল, "বাবুজী, সে লেড়কী কোথায়—একবার তাকে আনুন না?" বলিয়া আমার মুখের দিকে অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এত ভোরে তাহাকে দেখিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম; ব্যাটা, তোর জন্যে ত আমার মীনার এই দশা? ফের এসেছিস্ তার খোঁজ করতে? শিগ্‌গির বেরো আমার বাড়ী থেকে।

তখন যদি বুঝিতাম এই রকম হ'বে—তাহ'লে কি তাকে এত অবহেলা করি?

তাহার কথায় কোন জবাব মাত্র না দিয়া যেমন দুই এক পা গিয়াছি, সে সামনে আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবুজী, লেড়কী।" বলিয়া ধপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। তাহার দিকে না চাহিয়া আমি চলিয়া গেলাম। সে নীরবে

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল—মাতালের মত টলিতে টলিতে।

ডাক্তারের বাড়ী হইতে আসিয়া দেখি, সে আমার জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি বলিলাম, "তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও, না হলে পুলিশে দেব।" সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ছিন্নলতার মত ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। কত বড় কঠোর কথা না জানি তাকে বলেছিলাম, হয় ত তাহার কোমল অন্তঃকরণ ভেঙ্গে গিয়াছিল।

ডাক্তার আসিয়া মীনাকে দেখিয়া বলিলেন "এমন কিছুই হয়নি—তবে মনে বড় একটা কঠিন আঘাত লেগেছে, তাহার ফলে এই অসুখ। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন—কি জানি কখন কি হয় তা' বলা যায় না?" এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া আমি বিচলিত হইয়া উঠিলাম। মীনার অসুখের সম্বন্ধে স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া বরং বলিলাম, "আবার সেই সাপুড়েটা এসে মীনার খোঁজ করছিল; আমি কিন্তু তাকে কোন কথা বলি নাই।" এই কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাও,—যাও শীঘ্র যাও, তাকে একবার ডেকে আন?"

আমি বিহ্বলের মতন বাহিরে আসিয়া তাহার খোঁজ করিলাম—কিন্তু সে বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

তাহাকে না পাইয়া হতাশভাবে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "সে চলে গিয়েছে, এখন তাকে কোথায় পাই ?"

তাহার কোন সংবাদ না পাইয়া বারংবার মনে আসিতে লাগিল—কে সেই মীনার কত কালের পরিচিত বন্ধু।

গ

অকালে মীনাকে হারাইয়া আমরা স্বামী স্ত্রীতে অমৃতাবস্থায় ছিলাম, এমন সময় রুক্ষ কেশভার লইয়া দেখা দিল—সেই সাপুড়ে।

প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারি নাই,—যখন সে বলিল, "বাবজী, খুকী এখন কেমন আছে ?" এই কথাতে আমার চৈতন্যোদয় হইল। তখনি তাহাকে বসিতে বলিয়া, আমি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম, স্ত্রীকে সংবাদ দিতে।

বাহিরে আসিয়া দেখি, সেই সাপুড়ে মাথা নত করিয়া বসিয়া আছে। আমাকে একেলা আসিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বাবুজী, খুকীকে আন্‌লেন না ?" এই বলিয়া সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার বিষাদক্লিষ্ট দৃষ্টিতে আমি তাহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলাম—এক নিমিষে। কতবড় বেদনা জমাট বাঁধিয়া না জানি তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে লুকায়িত আছে।

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি আমার মেয়েকে দেখ্‌বার জন্য বারবার কেন এখানে এস, বল ত ?"

সে করুণস্বরে বলতে লাগলো, "বাবুজী, আজ প্রায় এক বছর হোল, আপনার খুকীর মতন আমারও এক খুকী হয়েছিল। সে যে কি সুন্দরই হয়েছিল—তা আর কি বলবো বাবুজী। এক বছর পর্য্যন্ত তার কাছ ছাড়া হতে পারি নাই, এমনি মায়ার ডোরে সে আমাকে বেঁধেছিল। কে জান্ত বাবুজী, যে সে এমনি করে চলে যাবে।" এই কথা বলিয়া সে মুস্ড়াইয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর, সে বলিল, "বাবুজী, আমি তার কাছে না থাকাতে, না জানি সে কত কষ্ট পেয়ে চলে গেছে। আমি কাছে থাক্লে কি সে এমন করে যেতে পারত? আমরা দু'জন তাকে বেঁধে রাখ্তাম্ না?" এই বলিয়া সে দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বালকের মতন কাঁদিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, "তুমি থাক্লেও বা কি করতে পারতে—যে যাবার সে ত যেতই।"

সে আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "না বাবুজী, আমি থাক্লে সে যেতেই চাইতো না—এ আমি খুব জানি!" বলিয়া উদাস-দৃষ্টিতে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবাব পর, আমি কাতব কণ্ঠে কহিলাম, "আমার মীনাও যে তোমার খুকীর কছে গিয়েছে?" বলিয়া কাপড়ের প্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিলাম।

এই কথা শুনিয়া সাপুড়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কি, আপনার খুকীও গিয়েছে—আপনি বুঝি সে সময় তার কাছে

ছিলেন না—ও বুঝেছি!" বলিয়া সে ঝড়ের মতন ঘরের বাহির হইয়া গেল।

* * * *

বাড়ীর চাকর-বাকরের মুখে এখনও শুনি, কে যেন নিশীথ-রাত্রে আমার জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং আপন মনে কি বলিয়া চলিয়া যায়।

ছিন্ন-বন্ধন

যেদিন দুই-ভাই একটি সামান্য পেয়ারা গাছ লইয়া মন-কসাকসি করিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল, সেদিন তাহাদের কি ভাবে যে দিন কাটিয়াছিল, তাহা ভাবিলে এখনও তাহাদের শরীর লজ্জায় শিহরিয়া উঠে।

পেয়ারা গাছ ছিল—দুই বাড়ীর সীমানার মধ্যে। এখন বিবাদ হইল এই লইয়া যে—এ-ধারেও পেয়ারা পড়ে, ও-ধারেও পড়ে। যিনি প্রথমে গিয়া ঝগড়া বাধাইলেন তাঁহার মত, আমার পেয়ারা গাছের ফল তোমরা খাবে কেন? তোমাদের দিকে যে সব পড়ে সব আমাকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। এই উচিত ও অনুচিত লইয়াই তাহাদের দুইজনের মধ্যে বিবাদ।

তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত এমনি করেই চলিয়া গেল। কেউ কাহারও সহিত কথাটি পর্য্যন্তও বলে না।

একদিন সাধুচরণ কোন একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। গাঁয়ের যত বালক সুমিষ্ট পেয়ারার লোভে সাধুচরণের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পেয়ারা গাছে উঠিয়া, যে যাহা পারিল খাইল এবং কোঁচড় ভরিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল। সাধুচরণের স্ত্রী স্বামীকে খাওয়াইয়া এবং নিজেও সকাল সকাল খাইয়া একেবারে বিছানা যে লইয়াছিল—তাহা হইতে উঠিবার আর কোন লক্ষণই

ছিল না। ইতিমধ্যে পাড়ার বালকেরা আসিয়া পেয়ারা উজাড় করিয়া লইয়া গেল।

ঘুম হইতে উঠিয়া সাধুচরণের স্ত্রী দেখিল, পেয়ারা গাছের ডাল ভাঙ্গা, কাঁচা কাঁচা পেয়ারা গাছতলায় ছড়ান এবং উঠানময় পেয়ারার চিবানো খোসা ইত্যাদি। দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল। গায়ের জ্বালা দমন করিতে না পারিয়া মুখখানা এমন ভাবে বিকৃত করিয়া তুলিল যে, সে মুখ দেখিলে বালকের অন্তরপুরুষও বোধ হয় উড়িয়া যাইত।

মুখ বিকৃত করিয়াও যখন গায়ের অসহ্য জ্বালা নিবিল না, তখন সাধুচরণের স্ত্রী এমন ভাবে হুঙ্কার দিয়া উঠিল যে পাড়া-প্রতিবাসীরা মনে করিল, না জানি সাধুচরণের বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে।

পাশেই ছিল সাধুচরণের বড় ভাই হরিচরণের ঘর। তখন বিকাল বেলা। হরিচরণ দাবায় বসিয়া আপন মনে তামাক খাইতেছিল এবং সম্মুখে বসিয়া রহিম সেখ পাটের দড়ি পাকাইতেছিল।

হঠাৎ পাশের বাড়ী হইতে বিকৃত শব্দ আসাতে, হরিচরণ বাড়ীর মধ্যে যাইয়া স্ত্রীকে বলিল, "দেখ তো একবার ও বাড়ী গিয়ে, বৌমা বুঝি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন?"

এই বলিয়া হরিচরণ সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়া উঠানে পায়চারী করিতে লাগিল এবং রহিমকেও বলিল, "ওরে ও-বাড়ীর পেছনটা একবার দেখে আয় ত?"

কিছুকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ কাহারও দেখা সাক্ষাৎ নাই—তখন হরিচরণ এক-পা এক-পা করিয়া নিজে সাধুচরণের উঠানে উপস্থিত হইয়া হাঁকিল, "সাধু—ও সাধু, বাড়ী আছ ?"

কাহারও কোন উত্তর না পাইয়া সাধুচরণের বাড়ীর পেছনে গিয়া দেখিল—একমাত্র পুত্র বলাই কোঁচড় ভরিয়া পাকা পাকা পেয়ারা লইয়া খাইতেছে এবং দুই বৌয়ের মধ্যে যে ভীষণ রকমের একটা ঝগড়া এইমাত্র হইয়া গিয়াছে—তাহা তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

হরিচরণকে দেখিবামাত্র সাধুচরণের স্ত্রী অঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিল এবং তাহার স্ত্রী নিকটে আসিয়া বলিল, "দেখ দেখি—এই হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার জন্য দেশত্যাগী হব নাকি ? কতদিন যে বারণ করেছি—ও পোড়া পেয়ারা খেয়ে কাজ নেই—তাও কি মড়া শুনবে ?" এই বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে সজলনেত্রে উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ এক নিমেষে সব কথা বুঝিয়া লইয়া, বলাইএর গালে ভীষণ রকমের এক চপেটাঘাত করিয়া, তাহার কোঁচড়ের সমস্ত পেয়ারা মাটিতে ছড়াইয়া দিয়া এবং মারিতে মারিতে বাড়ীতে আনিয়া ঘরের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিল। যখন ইহাতেও তাহার মনের জ্বলুনি কমিল না—তখন তাহাকে ঘরের মধ্যে চাবি দিয়া, কিছু খাইতে না দিবার ব্যবস্থা করিল।

এই কঠোর ব্যবস্থা করার দরুণ হরিচরণের অন্তঃকরণ পুত্র-স্নেহে সিক্ত হইয়া উঠিল এবং প্রাণ তাহার হাহাকার করিতে লাগিল।

২

সামান্য এক পেয়ারার জন্য এত বড় একটা কাণ্ড চোখের সামনে হইয়া গেল দেখিয়া, সাধুচরণের স্ত্রী হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ইহার মধ্যে একটা কথা বলিবার পর্য্যন্ত সে সময় পাইল না।

যখন মনের মধ্যে কোন রকমে সোয়াস্তি বোধ করিতেছিল না, বরং প্রাণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল,—রহিম কাজ শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। গোপনে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সাধুচরণের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রহিম, বলাই এখন কি করছে বলতে পার? আহা, ছেলেমানুষকে এত মার কেন—না হয় একটা পেয়ারাই খেয়েছিল?" বলিয়া সজলকণ্ঠে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পুনরায় কহিল, "আচ্ছা রহিম, তুমিই বল না কেন—মানুষে এমন মার কি মারতে পারে?" এই বলিয়া রহিমের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল।

এই কথা শুনিয়া রহিম বলিল, "আহা, যে রকম করে বড়বাবু তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেলেন—"আর বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাধুচরণের স্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "কচি ছেলেকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাওয়া—এ কি রকমের আদর?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল।

রহিম কহিল, "আবার তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা

হয়েছে—আজ আর কিছু খেতে দেওয়া হবে না।" এই বলিয়া সে চুপ করিলে, সাধুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "রহিম, তুমি বল্‌তে পার এত বড় কঠিন কাজ বাপমায়ে কখন কর্‌তে পারে? তারা বাপও নয়—মাও নয়—তারা শত্রু!" বলিয়া কাপড়ের প্রান্ত দিয়া চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রহিম এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে সন্ধ্যাও গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। রহিমের কথা শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিলে, সাধুর স্ত্রী কহিল, "রহিম, তুমি কি কোন রকমে বলে-কোয়ে বলাইকে আন্‌তে পার না?"

রহিম চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। সাধুর স্ত্রী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দাবায় শুইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; এমন সময় বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া সাধু ডাকিল, "আলোটা একবার দেখাও না, বড় যে অন্ধকার।"

কিয়ৎকাল চলিয়া গেল, তথাপি কাহাকেও আলো আনিতে না দেখিয়া, সাধুচরণ এবারে জোর গলায় ডাকিল। স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া চক্ষু ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া আলো দেখাইবার জন্য দাবা হইতে উঠিয়া পড়িল।

আলো লইয়া যখন স্বামীর নিকট আসিল, তখন কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমার আজ শরীরটা বড় ভাল নেই—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই তোমার ডাক আমি শুনতে পাইনি।"

সাধুচরণ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে "শরীর কেমন আছে" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে কোন প্রশ্নের বা উত্তর পাইল, আর কোনটার বা পাইল না।

স্ত্রীর এইরূপ ভাব দেখিয়া সাধুচরণের মনে সন্দেহ হইল; ভাবিল বোধ হয় একটা কিছু হয়েছে—তাহার ফল এই মন ভাল নেই।

রাত্রিতে শুইয়া সাধুচরণের স্ত্রী স্বামীকে অতি করুণ-কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, আমাদের ঐ সর্ব্বনেশে পেয়ারা গাছটাকে কেটে ফেল্‌লে হয় না? এর জন্য ত যত গোলমাল। বলাইকে আজ যে রকম মার দিয়েছেন ভাসুর—আহা ছেলে মানুষকে অত মার মারতে হয়?"

সাধুচরণ একে একে সমস্ত কথা শুনিয়া "হুঁ" বলিয়া চুপ করিলে, তাহার স্ত্রী কহিল, "ভোর হোলে একবার ও-বাড়ী গিয়ে বলাইকে ডেকে নিয়ে এস না?" বলিয়া স্বামীকে বার-বার জেদ করিতে লাগিল।

৩

পরদিন অতি ভোরে সাধুচরণ গিয়া দেখিল—হরিচরণ দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছে।

সাধুকে অত ভোরে আসিতে দেখিয়া, হরিচরণ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "কি খবর ভাই সাধু—কোন সংবাদ আছে?" বলিয়া উত্তরের আশায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"বলাইকে একবার দেখ্‌তে এসেছি দাদা, কাল নাকি—" আর বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

"হাঁ, এত বারণ করা সত্বেও হতচ্ছাড়া পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খেয়েছিল—সেই জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছি। কেন—ও ছাই না খেলে কি একদণ্ডও চলে না, এমন কি জিনিষ?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আপন মনে কল্যকার ঘটনা সব বলিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া সাধুচরণ বলিল, "দাদা, মার্‌লে কি গায়ের জ্বালা মিট্‌বে?"

"কি করি বল—পেয়ারা গাছ ত আমার নয় যে, ও ছাই আমি কাটবো?" এই বলিয়া হরিচরণ অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণের এই উক্তি সাধুচরণকে অতিমাত্রায় বিদ্ধ করিল। সে মুখ ভার করিয়া কোন কথা না বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সাধুচরণকে একেলা আসিতে দেখিয়া, তাহার স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "কই—বলাইকে আন্‌লে না, ওরা বুঝি দিলে না?" বলিয়া যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল।

হরিচরণ যে সব কথা বলিয়াছিল, একে একে সমস্তই সাধুচরণ তাহার স্ত্রীকে বলিল। পরিশেষে ইহাও বলিল যে যত অনর্থের মূল ঐ পেয়ারা গাছ।

এই রকম করিয়া দুই একদিন অতীত হইলে, একদিন

সত্যই সাধুচরণের স্ত্রী শয্যা লইল। এমন কি শেষে তাহার উঠিবার শক্তি পর্য্যন্তও লোপ পাইল।

সাধুচরণ ডাক্তার ডাকিয়া আনার কথা বলাতে, তাহার স্ত্রী কহিল, "ডাক্তার আমার কি করবে—যার মনের মধ্যে অসুখ, বাইরে ডাক্তার তার করবে কি?"

যখন মরণ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, না লইয়া ছাড়িবে না, তখন একদিন স্বামীকে নিকটে ডাকিয়া কাতরস্বরে বলিল, "এতদিন তোমার কাছে আছি, একদিনও কোন জিনিষ চাইনি, এবারে আমার এক প্রার্থনা তোমাকে পূরণ কোর্ত্তে হবে। মরণের আর ত দেরী নেই—একবার বলাইকে ডেকে আন, জনমের মত তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে চিরদিনের অশান্ত প্রাণকে একটু শীতল করে নিই।" এই বলিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সাধুচরণের সংযত অন্তঃকরণ গলিয়া গেল। সে তখন উল্কার মতন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

হরিচরণের ঘরে আসিয়া সাধু দেখিল—ঘর ভরিয়া লোক কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, বলাই কোথায়—তার খুড়িমা যে তাকে ডাকছে।" এই বলিয়া হরিচরণের কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সাধুর কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, হরিচরণ বলিল, "ভাই, বৌমার কি কিছু হয়েছে?"

"আপনার বৌমার আর ত বেশী দেরী নাই—কেবল বলাই—বলাই বলে কাত্‌রাচ্ছে। দাদা, একবার বলাইকে দিন—জন্মশেষ দেখিয়ে আনি।

এই কথা শুনিয়া হরিচরণ আরও যেন মুস্‌ড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হরিচরণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, "সাধু, বলাই যে আমার এখন-যায় তখন-যায়, এই তার অবস্থা। আর ভয় কি ভাই—দুই মায়ে-পোয়ে এইবার একসঙ্গে চল্লো।" এই বলিয়া হরিচরণ ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল।

দাদার কথা শুনিয়া সাধুচরণ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিল, বলাই একবার শেষ ডাক ডাকিল—"খুড়িমা" এই বলিয়া বিছানার এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। কাহাকে পাইবার জন্যে ?

বলাইএর নিকটে উপস্থিত হইয়া, সাধুচরণ তাহাকে বুকের মধ্যে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা বলাই, তোর খুড়িমা যে তোকে ডেকে পাঠিয়েছে—একবার কি যাবি না বাবা ?" বলিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল।

* * * * *

হরিচরণ সাধুচরণের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র—শব্দ শুনিয়া সাধুর স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "বাবা বলাই, এতক্ষণ পরে এলি, একটু আগে আস্‌তে পার্‌লি না বাবা ?" এই বলিয়া যেমন বিছানা হইতে উঠিতে যাইবে, অমনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া

গেল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া দেখিল, দেহ প্রাণ-শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তখন রাস্তা দিয়া এক পাগল আপন-মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"এত সাধের মানব জনম,
রইল পড়েরে রে-রে-রে।"

পাগলের আর্ত্ত-ধ্বনি আকাশ ও বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

পরদিন সাধুচরণ সেই সর্ব্বনেশে পেয়ারাগাছটাকে সমূলে কাটিয়া ফেলিয়া দাদার চরণমূলে আছড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কৃপণের দুর্গাপূজা

১

সে ছিল হাড়ে হাড়ে কৃপণ। তাহার একটি পয়সা এদিক-ওদিক হ'বার যো ছিল না। এমনি কোরেই সে টাকা জমিয়ে জমিয়ে আস্‌ছে।

যে গ্রামে নিতাইএর বাস—সে গ্রামের মধ্যে বড় একটা পূজা হইত না; সেই জন্য পাড়ার সকলে তাহাকে চাপিয়া ধরিল যে সে এবার মাকে আনে। এই কথা শুনিয়া নিতাই মোড়ল হত-বুদ্ধি হইয়া গেল, কোন কিছু কথা না বলিয়া মূকের মতন তাহা-দের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের হাবভাব দেখিয়া সকলে ভাবিল—এ ব্যাটার কাছ থেকে মার পূজা আদায় হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।

কোন প্রকারের আশা ভরসা না পাইয়া সকলে যে যাহার গৃহে সেদিনকার মতন চলিয়া গেল।

নিতাই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া স্ত্রীকে সাম্‌নে পাইয়া বলিল, "দেখ, পাড়ার সবাই চেপে ধরেছে আমাকে পূজা কর্‌তে হবে। একি আমার দ্বারা সম্ভব? মা কি আমার মতন গরীবের ঘরে আস্‌বেন—না, আমি এত শক্তিমান্ পুরুষ যে তাঁকে আন্‌ব?

তুমিই বল না কেন—আমি কি পারি?" এই বলিয়া সে স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল উত্তরের আশায়।

নিতাইএর স্ত্রীর ধর্ম্ম-কর্ম্মের দিকে একটু মন ছিল। স্বামীর দ্বারা কোন কিছু হইবার আশা নাই দেখিয়া, নিতাইএর স্ত্রী আনন্দের সহিতই বলিল, "মাকে আনা এ ত তোমার পরম সৌভাগ্য! মা কি আর যার তার বাড়ীতে আসেন—না যে সে মন করিলেই আনতে পারে? এই গ্রামের মধ্যে তুমি ছাড়া আমি দ্বিতীয় মানুষকে ত দেখি না যে মাকে আনতে পারে। পাড়ার লোকেরা ত আর বোকা-সোকা মানুষ নয় যে যাকে তাকে গিয়ে ধরবে?"

স্ত্রীর এবংবিধ কথা শুনিয়া নিতাই বড় চিন্তার মধ্যে পড়িল। মনে মনে ভাবিল—আমি কি একমাত্র লোক এই গ্রামে? কেন—গ্রামে ত অনেক লোক আছে, তারা পারে না কেন—আর সকলে আমার কাছে আসে কেন? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য্য আছে। —এই চিন্তা করিতে করিতে সে বাহিরে চলিয়া আসিল।

২

পুজার আর বেশী দিন বাকি নাই; অথচ নিতাইএর বাড়ীতে প্রতিমা প্রস্তুতের কোন চিহ্নমাত্র নাই।

একদিন রাত্রে নিতাইএর স্ত্রী স্বামীকে বলিল, "হাাঁগো পুজো যে এগিয়ে এল, মাকে আন্‌বার যা'হোক একটা ব্যবস্থা কর।

মাকে আনা কি তাড়াতাড়ির কাজ যে, একদিনেই সব যোগাড় হ'য়ে যাবে? যদি একদিনে সব হোত, তা'হলে সকলেই দিনে দশবার কোরে মাকে আন্‌ত। আর দেখ, কাল রাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি—মা আমার কাণে কাণে বল্লেন—ওরে তোরা আমায় একবার ডাক, ভাল করে পুজো দে, তোদের অনেক টাকা কড়ি হবে—তোদের অনেক হবে, অনেক হবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিতাইয়ের স্ত্রী চুপ করিলে, নিতাই টাকাকড়ি অনেক হ'বে শুনিয়া উৎফুল্ল মনে কহিল, "তারপর, তারপর?"

কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর নিতাইএর স্ত্রী গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল, "মা আবার বল্লেন, এ গ্রামে যখন সকলেই আমাকে আন্‌বার জন্য উৎসুক হয়েছে—তখন তোরাই আমাকে নিয়ে এসে পূজা কর—তোদের খুব ভাল হ'বে। যাবার সময় মা আরও বল্লেন, তোদের ঘরে আস্‌বার আমার অনেক দিনের সাধ, এবার তোরা আমার সে সাধ পূরণ কর।—এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখি ভোরের পাখী ডাক্‌ছে।"

এই কথা শুনিয়া নিতাই কহিল, "আচ্ছা গিন্নী, ভেবে চিন্তে দেখি, মাকে আন্‌তে পারি কি না। আমি ত তাঁর অনাথ সন্তান, আমি আর কি দিয়ে তাঁকে পূজা কোর্‌ব? মা যদি সামান্যে সন্তুষ্ট হ'ন, তাহলে না হয় দেখতে পারি নচেৎ—"

নিতাইএর স্ত্রী তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "ও কথা বোল না—বোল না। মার অনুগ্রহ কি আর যে সে পায়? আচ্ছা, আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এত পয়সা

তোমার খাবে কে? না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে, কার জন্যে তুমি এত পয়সা-কড়ি আগ্‌লে বসে আছ? এই বয়সে যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম না কোরবে, তবে কোর্‌বে কবে—বুড়ো হোলে, তখন ত আর এক পাও নড়্‌তে পারবে না?" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তারপর কহিল, "আমার মতন বয়সের স্ত্রীলোকে কত তীর্থধর্ম্ম কোরে এল, আর আমি তোমার সঙ্গে থেকেও আমার ভাগ্যে সে সব কিছুই হোল না।" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নিতাই স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া কহিল,—"আমাদের এমন কি বয়স হোয়েছে যে এর মধ্যেই ধর্ম্মকর্ম্ম সব কোর্‌তে হবে? আগে টাকা গিন্নী—তারপর অন্য সব।"

"তুমি গেলে কি টাকা তোমার সঙ্গে যাবে—তাই বল দিকি একবার?" বলিয়া মৌন হইয়া রহিল।

নিতাই দেখিল আর স্ত্রীকে ঘাঁটানো ঠিক নয়, সে অন্য কথা উত্থাপন করিল।

৩

পাড়ার সকলে এক জোট হইয়া এই স্থির করিল যে, যখন উহার দ্বারা কিছুই হইবে না, তখন পূজার রাত্রিতে একখানি প্রতিমা গড়াইয়া উহার আটচালায় রাখিয়া আসা—তা হলে ও কৃপণ বেটা আচ্ছা জব্দ হবে। এই স্থির করিয়া সকলেই পূজার দিনের জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। আজ বাদে কাল সপ্তমী পূজা; সেইজন্য গোপনে প্রতিমা প্রস্তুতের কাজ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। একে একে চালচিত্র পর্য্যন্ত রঙীন হয়ে উঠ্‌লো। এবং মার সর্ব্বাঙ্গও বিবিধ বর্ণের অলঙ্কারে খচিত হোয়ে উঠ্‌লো।

রাত্রে শুইয়া নিতাই এক স্বপ্ন দেখিল, মা যেন সত্যসত্যই স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—কেবলমাত্র তাহাদের আয়োজনের অপেক্ষায়।

হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চাহিয়া দেখিল রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতের পাখীরা পল্লীটিকে তাহাদের বিচিত্র মধুর কলরবে গুঞ্জর করিয়া তুলিয়াছে। দূর-দূরান্তরের গ্রাম হইতে পূজা-বাড়ীর সানাইএর মন-মাতান স্বর কাঁণে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। তখনি তাহার মনের মধ্যে স্বপ্নের ছায়া ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, মাকে আজ যে রকমেই হোক না কেন আন্‌তেই হবে। মা আজ স্বপ্নে আমাকে বলেছেন—তোকেই আন্‌তে হবে, অন্যে আন্‌লে আমি আসব না।" এই বলিয়া পাগলের মতন স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বামীর হঠাৎ এমন সদ্‌বুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া, তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অমনি বাহিরে গিয়া বাক্স হইতে তাড়াতাড়ি একখানি পট্টবস্ত্র বাহির করিয়া তাহা পরিয়া আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে নিতাইকে প্রণাম করিল এবং অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে

কহিল, "তুমিই আজ ধন্য—যে এমন স্বপন পাও!" বলিয়া কাঁদিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া, নিতাই চমকিত হইয়া গেল, আনন্দের আতিশয্যে কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল মূকের মতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পূজার আনন্দ-কোলাহলে সারাপল্লীটী যেমন মুখর হইয়া উঠিবে, সেই সময়ে তাড়াতাড়ি নিতাই বাহিরে আসিয়া দেখিল—আটচালা আলোকিত করিয়া বিবিধ বর্ণের রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, কে যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মিষ্ট মধুর হাসিতেছেন। নিকটে গিয়া যখন দেখিল—তখন নিতাইএর মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

এইরূপ অবস্থায় মাকে দেখিতে পাইয়া নিতাই দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, "শীঘ্র দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, আজ আমাদের বড় শুভদিন। মা আমার বাড়ীতে এসেছেন—এসেছেন!" এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

হঠাৎ স্বামীর এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, নিতাইএর স্ত্রী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া গেল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে বিস্ময়ান্বিতা হইল। তখন তাহার চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তখন স্বামী-স্ত্রীতে এক সঙ্গে সেই সম্মুখস্থিতা, দশপ্রহরণ-ধারিণী, দিব্যালঙ্কারভূষিতা প্রতিমাকে করযোড়ে বন্দনা করিল।

মোড়ল

গ্রামের নাম হরিবপুর। অধিবাসী দেড়শত ঘর চণ্ডাল, দুই তিন ঘর কামার কুমার, আর একঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ। চণ্ডালদিগের অনেকেরই অবস্থা ভাল; তাহার মধ্যে রঘুনাথই সর্ব্বপ্রধান;—পাটের কাজ করিয়া সে যথেষ্ট অর্থশালী হইয়াছে।

ব্রাহ্মণটীর ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী আত্মীয়-কুটুম্বেরা তাঁহাকে কত বার বলিয়াছে যে, এই চণ্ডালের গ্রামে একাকী বাস করা তাঁহার পক্ষে নানা কারণেই কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ চণ্ডালেরা যখন ক্রমে ধনসম্পত্তিশালী হইতেছে, তখন হয় ত ঠাকুর মহাশয় কোন দিন বিপন্ন হইয়া পড়িবেন। ঠাকুর কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও করিতেন না,—তিনি বলিতেন, "নারায়ণ সহায় আছেন—ভয় কি?"

আত্মীয়-স্বজন যে বিপদের ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল। এক শনিবার সন্ধ্যার সময় ঠাকুর মহাশয় সংবাদ পাইলেন যে, সোমবারে রঘুনাথের ছেলের বিবাহ; সে বিবাহে সাতখানি গ্রামের সমস্ত চণ্ডাল নিমন্ত্রিত হইবে। রঘুনাথ এবার ঠাকুর মহাশয়কেও তাহার বাড়ীতে পাত পাড়াইবে। ঠাকুর মহাশয় অস্বীকার করিলে, তাঁহাকে আর সপরিবারে ধানের ভাত খাইতে হইবে না।

সংবাদ শুনিয়াই ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তাহারা ঠাকুর মহাশয়কে বলিল যে জাতি বাঁচাইতে হইলে সেই রাত্রিতেই তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? বেশ ত, রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করুক না। আমি তাহার বাড়ীতে পাত পাড়িব। নারায়ণ আছেন—ভয় কি?" অনুনয় বিনয়, কান্নাকাটি কিছুতেই ঠাকুর মহাশয় টলিলেন না।

পরদিন রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করিতে আসিল,—ঠাকুর মহাশয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

সোমবার মধ্যাহ্নে নামাবলি গায়ে-দিয়া শুভ্র উপবীত দোলাইয়া ঠাকুর মহাশয় রঘুনাথের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে ত! ঠাকুর মহাশয়ই একমাত্র ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্য পাতা দেওয়া হইল। ঠাকুর মহাশয় সহাস্যবদনে আসনে গিয়া বসিলেন। সাত গাঁয়ের চণ্ডালেরা এই ব্রাহ্মণ-ভোজন দেখিবার জন্য কাতার দিয়া দাঁড়াইল।

তখন ঠাকুর মহাশয় সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার ত জাতি যাইবেই; তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ, তাহা কিন্তু পালন করিতেই হইবে।"

সকলেই হাঁ হাঁ করিয়া স্বীকার করিল।

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "আমার অনুরোধ এই যে, আমার ভোজন-দক্ষিণাটা আগেই দিতে হইবে; এবং তোমাদের এই

সাতখানি গ্রামের চণ্ডালের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, সেই আমার দক্ষিণা এখনই হাতে করিয়া দিবে।"

'এ খুব ভাল কথা' বলিয়া সকলেই স্বীকার করিল। তখনই এই সাত গাঁয়ের চণ্ডালের বৈঠক বসিল।' এ বলে 'আমিই সাত গাঁয়ের মোড়ল,' ও বলে 'সে কি কথা, আমিই মোড়ল।' মহা-গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তাহার পর ঝগড়া;—তাহার পর হাতাহাতি;—তাহার পর লাঠালাঠি; রক্তারক্তি ব্যাপার! তখন মার-মার শব্দে ক্রিয়া-বাড়ী কম্পিত হইতে লাগিল। সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, 'গিন্নী, মোড়লই আজ আমার জাত বাঁচিয়েছে! নারায়ণ আছেন—জাত মারে কে?"

মায়ার ডোর

১

রাইচরণ যখন দুইটী সাবালক পুত্র ও বিধবা স্ত্রী রাখিয়া, তাহাদের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন, তখন পাড়া-প্রতিবেশীরা তাঁহার এই প্রকারের অতর্কিত প্রস্থানে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিল।

ঐ অঞ্চলে রাইচরণ ছিলেন—গরীব দুঃখীর মা-বাপ। বিপদে-আপদে তিনি সকলের আশে-পাশে থাকিতেন; সেইজন্য সকলে ভাবিত—রাইচরণ নরাকারে দেবতা।

পৈতৃক বিষয় যাহা ছিল—তাহা হইতে বুদ্ধিবলে রাইচরণ কিছু বেশী করিয়াছিলেন। তিনি বাজারে একখানি লবণের দোকানও করিয়াছিলেন। সে সময়ে লবণের বাজার খুব নরম ছিল বলিয়া, অধিক লাভবানের আশায় তিনি বিলাতে অধিক পরিমাণে লবণের অর্ডার দিলেন।

যখন লবণের জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি এক প্রকাণ্ড বোট ভাড়া করিয়া, নদী-পথে তাহা দেশে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং ভাল দিন দেখিয়া, লবণের বোট রওনা করিয়া, নিজে রেলপথে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে লবণের বাজারও ক্রমশঃ বাড়িতে

লাগিল। রাইচরণের অন্তঃকরণও সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কবে তাঁহার নৌকা আসিয়া নদীর ঘাটে লাগিবে, তাহার প্রতীক্ষায় তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাঁচ ছয় দিন প্রতীক্ষার পর, রাইচরণ বড়ই উন্মনা হইয়া উঠিলেন এবং একদিন হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার লবণের নৌকা নদীর অতল-জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

অধিক চিন্তা ও মানসিক কষ্টে রাইচরণ অকালে দেহত্যাগ করিলেন। ছেলেরা লবণের কারবার উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, শোকাতুরা মা বলিলেন, "তাঁর কোন চিহ্নও তোরা রাখ্‌বি না—সব তুলে দিবি ?"

ছেলেরা বলিল, "বাবা যখন উহাতেই গেলেন, ও পাপ আর রাখ্‌বো না মা।" তিনি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "যা ভাল বুঝিস্ তাই কর বাছা।"

২

রাইচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিক থেকে যে উপায়ে পারিল, সে সেদিক থেকে নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইবার আশায় ছুটিয়া আসিল।

বড়ছেলে রামচরণ বড় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; না আছে সাতে,

না আছে পাঁচে। সে বড় হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ ভালবাসিত না। এই জন্য প্রতিবেশীরাও তাহাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিত।

যখন সকলে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল, "তুমি যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তখন তোমাকে সব টাকা শোধ কোরে দিতে হবে; নইলে আমরা তোমাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে ডাকিয়া লইব এবং যে যাহার মতন ভাগ করিয়া লইব।"

এই কথা শুনিয়া রামচরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিয়ৎ-কাল চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল, "বাবা যা' যা রেখে গেছেন, বা ধার কোরে গেছেন, তাহা পরিশোধ করতে আমরা বাধ্য; তবে আমি মার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাদের যার যাহা পাওনা সব মিটাইয়া দিব।" তখন একযোগে সকলে বলিল, "অত কথা আমরা শুনতে চাই না—তুমি আমাদের প্রাপ্য টাকা শীঘ্র দিবে কি না—সেই কথা বল?"

অতি ভালমানুষের মত রামচরণ বলিল, "আচ্ছা, আপনারা দু' দিন বাদে আসবেন, তখন যা হোক একটা কিছু কোরব।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রামচরণ, মা ও ছোট ভাই হরিচরণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

সব কথা শুনিয়া হরিচরণ বলিল, "আপনি যখন আছেন, তখন আমার কাছে পরামর্শ নেবার প্রয়োজন কি? আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

শোকাতুরা মাতাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "রামচরণ, তোর হাতে যখন আমাদের সঁপে দিয়ে তিনি গেছেন—তখন

তোকেই সব দেখ্‌তে-শুন্‌তে হ'বে। তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই কর। আর কেন বাবা ও-সবে আমাকে জড়াস্?" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁর স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে ইহাও ভাবিতে লাগিলেন, রামচরণ অতি ভালমানুষ—না জানি তাকে ফাঁকি দিয়ে কত লোক কত নিয়ে যাবে। বাবা যে আমার কিছুই জানে না—বড় ছেলে হ'লে কি হয়—সে যে আমার ছোট ছেলেরও সমান নয়।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি গৃহান্তরে গমন করিলেন।

৩

রামচরণ সবেমাত্র হিসাব-পত্র সারিয়া উঠিবে-উঠিবে করিতেছে, এমন সময় ঝড়ের মতন অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইল—হরিচরণ। তাহার মূর্ত্তি পূর্ব্বদিনের মূর্ত্তি অপেক্ষা অন্য রকমের। ঠিক সময়ে দাদা রামচরণকে দেখিতে পাইয়া, হরিচরণ অসংযত ভাষায় কহিল, "দাদা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে—এত টাকা হাতে পেয়ে?"

হরিচরণের এবংবিধ কথা শুনিয়া রামচরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং কিছুই বলিতে না পারিয়া জড়ের মত তাহার দিকে কিয়ৎ-কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "ভাই, আমার মাথা খারাপের অবস্থা তুমি কি দেখ্‌লে! মাথা যে খারাপ হবে তার আর আশ্চর্য্য কি ভাই? একা আমাকে সবদিক দেখ্‌তে হচ্ছে জান ত!" এই বলিয়া তাহার দিকে ব্যথিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ রামচরণের কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় উগ্রভাবেই কহিল, "না দাদা, তুমি যাকে তাকে টাকা দিতে আরম্ভ কোরেছ। এমন কোরে যদি সমস্ত টাকাই খরচ কর, তা'হলে কি রকমে চল্‌বে?"

রামচরণ এই কথায় ভীষণ আঘাত পাইয়া বলিল, "হরিচরণ, যদি আমার উপর তোমার এতটাই সন্দেহ হইয়া থাকে, তা হ'লে তুমিই না হয় টাকার ভার নাও। তা হ'লে আমি এই টাকার হাঙ্গাম থেকে একটু অব্যাহতি পাই।" বলিয়া তাহার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ এ কথার কি যে উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহাদের মাতা আসিয়া দেখিলেন, দুই ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের এইরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি রামচরণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হাঁরে রাম, পিরুর ছেলে যে সেদিন টাকার জন্য এসেছিল—তাকে কি কিছু দিলি? বাছাদের যে কি কষ্ট তা আর চোখে দেখা যায় না!" এই বলিয়া অঞ্চলের শেষ-প্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিয়া লইয়া পুনরায় বলিলেন, "ওরে, ওদের কিছু কিছু দিস্—কর্ত্তাও মাঝে মাঝে ওদের কিছু দিতেন।" বলিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হরিচরণও অন্য দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪

একদিন রামচরণ ঘরের বারান্দায় বসিয়া ক্ষেত হইতে আনীত ছোলা মটর কলাই প্রভৃতির রাশ দেখিতেছিল, এমন সময় তাহাদের মা আসিয়া কহিলেন, "রাম, ঘর-সংসারের মতন কিছু রেখে, বাকী বেচে দিলে হয় না রে ?"

রামচরণ অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া মায় কথার জবাব দিল। পুনরায় তিনি বলিলেন, "এবারকার ক্ষেতের ফলন্ ত মন্দ নয়—যদি উপ্রিউপ্রি এমনধারা ফসল হয়, তা' হ'লে লোকে খেয়ে দু'দিন বাঁচে। আজকাল জিনিষ-পত্র যে রকম আক্রা, তাতে লোকের দিন চলা ভার হয়ে উঠেছে। দেখ্ রাম, বেচে ফেল্বার আগে—আমাকে একবার জানাবি।" এই বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

মা চলিয়া যাইবার পরই, হরিচরণ বারন্দায় দাদাকে বসিতে থাকিতে দেখিয়া কহিল, "দাদা, এবারকার ক্ষেতের এই বুঝি জিনিষ! এ যে নিতান্তই কম—কম নয় কি দাদা? ব্যাটারা সব চোর—যে যেদিক্ থেকে সুবিধা পায়, সে সেইদিক থেকে নিয়ে সরে পড়ে—তা' না হলে এত কম!" বলিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া তুলিল।

রামচরণ এই সব কথার কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দাদার কোন উত্তর না পাইয়া হরিচরণ একটু উত্তেজিত ভাবেই

কহিল, "এর কি কোন উপায় হয় না দাদা? পুরোনো চাষীদের ছাড়িয়ে দিয়ে নূতন রকম বন্দোবস্ত করা দরকার; না হ'লে এ বছর যা কিছু পাওয়া গেছে, সামনের বছরে হয় ত কিছুই পাওয়া যাবে না?" এই বলিয়া উত্তরের আশায় রামচরণের দিকে চাহিয়া রহিল।

রামচরণ অতি ধীরভাবে কহিল, "হরি, যার যার কাছে আমাদের জমি দেওয়া আছে, তারা কি ছাড়্‌তে স্বীকার কর্‌বে—না আমাদের উচিত তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া? আপদ-বিপদের সময় তারা যে কত সাহায্য করে, তার আর অন্ত নেই। আমার ইচ্ছা নয় যে নূতন লোক বাহাল করি"—বলিয়াই যেমন উঠি-উঠি করিবে, এমন সময় পিরু মণ্ডলের ছেলে আসিয়া দুই-ভাইকে প্রণাম করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, বাবার কাল রাত থেকে ভেদ আর বমি; দয়া করে যদি একবার শ্রীচরণের ধুলো দেন, তা, হ'লে বাবা আমার সেরে উঠ্‌তে পারে।" বলিয়া মলিন-মুখে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

হরিচরণ অতি তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "তোর বাবা বুঝি কতকগুলো করে খেয়েছিল, তার এই ফল আর কি? যা যা এখন আমরা কেউ যেতে পার্‌বো না। যত সব ছোটলোকের জ্বালায় গ্রামে থাকা দায় হ'য়ে উঠ্‌লো।" বলিয়া অপ্রসন্ন-মুখে রামচরণের মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

রামচরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল—হরিচরণের এই কথায়। "তুই এখন যা, আমি এখনই যাচ্ছি।" বলিয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পিরুর ছেলে রহিম মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া চলিয়া গেল।

৩

রামচরণ গিয়া দেখিল রহিমের অবস্থা বড় সঙ্কটজনক—বাঁচিবার আশা খুবই কম। অতি যত্নে তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যেমন ঘর হইতে বাহিরে আসিবে, হঠাৎ তাহাব পা জড়াইয়া ধরিল পিরুর স্ত্রী। কাঁদ-কাঁদস্বরে পিরুর স্ত্রী কহিল, "যে রকমে হোক উঁকে বাঁচিয়ে দিতে হবে—আপনি দেবতা—পীর।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া রামচরণ রাস্তায় আসিয়া দেখিল রহিম মুখ ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া রামচবণের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে রহিমকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিল, "ভয় করছিস্ কেন, দু'দিনে সব সেরে যাবে। আজ একবার সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করিস্, বুঝ্লি?"

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদাঠাকুর, বাবার কি কোন কঠিন অসুখ হয়েছে—মা যে বড় অস্থির হয়ে পড়েছে।" বলিয়া সে কাপড়ের প্রান্তে চক্ষু মুছিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া রামচরণ কহিল, "রহিম, অত ভাবছিস্ কেন—তোর বাবা নিশ্চয়ই সেরে উঠ্বে। মাকে একটু ঠাণ্ডা করে রাখ্বার চেষ্টা কর্বি—বুঝেছিস্।" বলিয়া ট্যাঁক হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহাকে দিল এবং পথ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেও বলিল।

কিছুদূর আসিয়া রামচরণ দেখিল, পাড়ার ঠাকুর্দ্দা ঠক্‌ঠক্ করিয়া লাঠি ভর দিয়া এদিকে আসিতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র রামচরণ তাঁহার পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর্দ্দা, কোথায় যাচ্ছেন ?"

একমনে আসিতেছেন বলিয়া তাঁহার কোনদিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঠাকুর্দ্দা সম্বোধন শুনিয়া, চমকিত হইয়া সামনে চাহিয়া দেখিলেন—রামচরণ। তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি বাবা রাম, এদিকে কি কোন কাজে এসেছিলে বুঝি ?" বলিয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিতে লাগিলেন।

কাসির বেগ একটু থামিলে, রামচরণ বলিল, "পিরুর কাল রাত থেকে ভেদ আর বমি; সেই খবর পেয়ে তাকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া তিনি কাসিতে কাসিতে বলিলেন, "এখন কি রকম দেখ্‌লে রাম ?" বলিয়া রামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামচরণ বলিল, "অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়—তবে টিক্‌লেও টিক্‌তে পারে; এখন কেবল দয়ার সাগর ভগবানের হাত।" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর পুনরায় বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?"

রামচরণের কথায় ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "ও-পাড়ায় একবার যাচ্ছি বাবা—আমার মেয়ের বড় অসুখ।"

রামচরণ কহিল, "আপনার মেয়ের কি অসুখ ঠাকুর্দ্দা ? একদিনও ত সেকথা বলেন নি ?"

"আর বাবা, অসুখে অসুখে হাড় জ্বলে গেল—শরীর ক্ষয় হয়ে গেল।" এই বলিয়া তিনি গুটিগুটি করিয়া চলিয়া গেলেন।

৬

বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পিরুকে বাঁচান গেল না; সে মহাকালের ডাকে চলিয়া গেল।

পিরুর মৃত্যুতে রামচরণ বিব্রত হইয়া পড়িল; কি যে করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। পিরুর বিধবা স্ত্রী এবং নাবালক পুত্র রহিম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, এই হইল তাহার প্রধান চিন্তা।

একদিন সকাল-বেলা রামচরণ দাবায় বসিয়া একমনে গত সনের হিসাব-পত্র দেখিতেছিল, এমন সময় রহিম আসিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আর একবার পায়ের ধুলো দেবেন চলুন—মা যেন কি রকম করছে?" বলিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

রহিমের এই কথা শুনিয়া রামচরণ কহিল, "রহিম, তোর মার কি হয়েছে রে?"

কাঁদ-কাঁদ স্বরে সে বলিল, "বাবা মারা যাবার পর থেকে মা ত কিছু খান না—সেই যে বিছানা নিয়েছেন, এর মধ্যে এক লহমার জন্যও ওঠেন নি। আপনি একবার চলুন—যদি মা আমার বাঁচে।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হরিচরণ আসিয়া কহিল, "দাদা, আবার এ

ছোঁড়া এসেছে কেন, আবার কার অসুখ ?' বলিয়া রহিমের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

হরিচরণের বিকৃত মুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া রহিম কাঁদিয়া বলিল, "ছোট দাদাঠাকুর, মার আমার অসুখ—তাই দাদাঠাকুরের কাছে এসেছি।"

রহিমের কথা শুনিয়া হরিচরণ রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে রাগের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু দাদার সামনে কিছুই বলিতে না পারিয়া অন্য দরজা দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

হরিচরণের হাবভাব দেখিয়া রামচরণ বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। শেষে রহিমকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "রহিম, আমি এখনই যাচ্ছি—তুই যা।"

একটু পরেই হরিচরণ আসিয়া কহিল, "দাদা, ওরা মরলেই বা আমাদের কি—আর থাক্‌লেই বা আমাদের কি ? তুমি অত ছোট জেতের জন্য ভেবে সারা হোচ্চ কেন ? ছোট জেতের মরণ ঐ রকম করেই হয়ে থাকে।"

হরিচরণের এই কথায় রামচরণ মনে বড় বেদনা পাইল। দাদার কোন উত্তর না পাইয়া হরিচরণ বলিল, "দাদা, শুন্‌লাম তুমি নাকি পিরুর অসুখের সময় অনেক টাকা দিয়েছ, কেন ও সব ছোট জাতদের সাহায্য করা ? একবার আস্কারা পেলে—ঘাড়ে উঠ্‌তে চাইবে, তখন নামান হ'বে দায়। ওরা ছোট—পায়ের তলায় থাকবে।"

এই কথা শুনিয়া রামচরণ যেন কি রকম হইয়া

গেল। কহিল, "ভাই হরি, ছোট জাত বলে কি তাদের ঘৃণা কর্‌তে হবে—তারা কি তোমার আমার মত মানুষ নয়? তাদের কি প্রাণ নেই? যাদের তুমি ছোট জাত বলে গাল দিচ্চ, তারা যে বাবার প্রাণ ছিল—তাদের জোরেই বাবা ভরসা পেতেন। পিরুকে ছোট জাত বলে গাল দিও না। তুমি যেমন আমার ভাই—সেও তেমনি আমার ভাই?" এই বলিয়া কাপড়ের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিয়া পুনরায় কহিল, "পিরুই তোকে ছোট বেলায় মানুষ করেছিল। ওর কোলে-পিঠে চড়েই তুই এত বড়টা হয়েছিস্, সে কথা ভুলে যাস্‌নি। সে তোর পালক, এ কথা তুই চিরকাল মনে রাখ্‌বি। তাদের উপর কোন দিনের তরেও অকৃতজ্ঞ হোসনি?"

দাদার কথায় হরিচরণ একটু যেন তটস্থ হইয়াই বলিল, "দাদা, তা'বলে কি ওরা যা বল্‌বে, তাই কোর্‌তে হবে নাকি?"

রামচরণ হরিচরণের কোন কথারি জবাব না দিয়া অপ্রসন্ন-মুখে বাহিরে চলিয়া গেল।

হরিচরণও দাদার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গুম্ হইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল; দাদা চলিয়া গেল তাহাও দেখিল, কিন্তু একটা কথাও বলিল না।

৭

একদিন রামচরণ শুনিল হরির চেষ্টায় পিরুর বসতবাটী নিলাম হইবে। কথাটি শুনিয়া তাহার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল—হরি ও অন্যান্য পাড়ার লোকে পিরুর বাড়ী চড়াও করিয়া বসিয়া আছে। রামচরণকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া হরির মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।

হরির নিকটে গিয়া রামচরণ কহিল, "হরি, তুমি যে এখানে—কোন দরকার আছে কি ?"

দাদার কথায় তখন কোন জবাব দিতে না পারিয়া, সে হত-বুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। হরিকে এমত অবস্থায় দেখিয়া অন্যান্য সহচরেরা প্রমাদ গণিল; তাহারা কহিল, "হরি, তবে আমরা যাই ?"

তাহাদের কথায় চমক ভাঙ্গিলে হরি কহিল, "একটু দাঁড়াও না।" তখন সে দাদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দাদা, তুমিই বা এখানে কেন ? আমরা এসেছি পিরুর বাড়ী দখল করতে। তার হাল বকেয়া অনেক খাজনা বাকী। সে ত মরে গেল, টাকাও কি তার সঙ্গে সঙ্গে ভূত হয়ে যাবে নাকি ?"

এই কথা শুনিয়া রামচরণ বড়ই কাতর হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল, "হরি, পিরুর বাড়ী দখল কর্‌বার আগে আমাকে জানান কি কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না ?"

দাদার কথা শুনিয়া হরিচরণ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি পিরুর সব খাজ্‌না মাপ কোর্‌তে পার, কিন্তু আমি ত তা পারি না ? আমার অংশের খাজনা আমি জোর করে আদায় করে নেবো—তুমি এতে বাধা দিতে পার্‌বে না ? যদি আমাদের কাজে বাধা দাও, তবে অপ—।" বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

রামচরণ অতি প্রসন্ন-মুখেই বলিল, "পিরুর অনাথা পরিবারের জন্য আমি সব অপমান তোর কাছ থেকে সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোর ভাগের থাজনা যদি তুই একান্তই নিতে চাস্, আমি তার জন্যই দায়ী—ওরা তার কি জানে?" বলিয়া ক্রন্দন-রত রহিমকে নিকটে টানিয়া লইয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

তারপর হরিচরণকে পুনরায় কহিল, "ভাই হরি, তোমার যা অভিরুচি তাই তুমি কোর্‌তে পার। ভগবানের এই বিশাল জগতে যদি এই গরীব ও অনাথ পরিবারের একটুমাত্র স্থান হয়, তবে আমারও সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই একটু হ'বে।" এই বলিয়া রামচরণ পিরুর স্ত্রী ও রহিমকে লইয়া চলিয়া গেল।

সমবেত জনমণ্ডলী বিস্ময়ে ও পুলকে তাহাদের দিকে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হিমানী

আমাদের চায়ের আড্ডায় আমরা যতগুলি জড়ো হই, তার মধ্যে রমেশ ভারি অল্পভাষী,—অল্পভাষী কি, সে 'হু' 'না' ছাড়া কথাই বলে না। সবাই বলে, তার প্রেম-ব্যাধি হয়েছে,—মৌনতা না কি সে ব্যাধির প্রধান লক্ষণ। অনেক দিন অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তার এই মৌনব্রত আমরা ভাঙ্‌তে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন ঘোর বর্ষার সময় আড্ডায় ব'সে তার কি সুমতি হোলো; সে আপনা হ'তেই বল্‌ল, "তোমরা আমার কথা শুনতে চাও, কেমন? আচ্ছা, আজ বল্‌ছি।"

"তোমরা বোধ হয় আমাদের পাড়ার বিপিন বাবুর নাম শুনে থাক্‌বে। তাঁর বাসা ছিল—আমাদের লাইনের শেষ বাড়ীটাতে। তাঁর এক মেয়ে ছিল—নাম তার হিমানী। আর চেহারাও ছিল তার হিমানীর মতই শুভ্র ও কমনীয়। তার সৌন্দর্য্যের ভাতি ছিল—স্নিগ্ধ, মধুর ও পেলব।

একদিন এমনি বর্ষার সন্ধ্যায় ঘর থেকে যখন বার হওয়া এক-প্রকার অসম্ভব বল্‌লেই হয়, আমি যেন কি একটা মনের খেয়ালে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। কার তীব্র আকর্ষণ যে সেই মহা-দুর্য্যোগের মধ্যেও আমাকে বাহিরে টেনেছিল, তা' এখন বল্‌তে পারি না। বাহিরে বৃষ্টির অবিরাম ধারা—রাস্তা জলে নিমগ্ন;

কোন রকমে রাস্তার এপাশ ওপাশ কোরে রাস্তার শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি, হঠাৎ মিহি গলায় এক আওয়াজ শুনতে পেলাম, "এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে কোথায় যাবেন, এইখানে এসে একটু বসুন না।"

বিপুল বর্ষণের মধ্যে স্নিগ্ধ-কণ্ঠের স্নেহ-পূর্ণ আহ্বান শুনে পিছন ফিরে চেয়ে দেখি—বিপিন বাবুর মেয়ে হিমানী; তার মুখমণ্ডল করুণায় ভরা।

সহসা এই আহ্বানে আমার বুক দুড়্ দুড়্ করে উঠল, এবং পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে সেখান হতে বিদ্যুদ্গতিতে অন্যস্থানে সরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম—হিমানী তেমনি দরজার ফাঁক দিয়ে এক দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে আছে। তার স্নেহ-আহ্বান না শুনে আমার প্রাণ বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠল। কিন্তু তবু কেন যেন ফিরতে পারলাম না। কিছুকাল বৃষ্টির মধ্যে এদিক সেদিক করে যখন কিছুতেই আর প্রাণের মধ্যে স্বস্তি পেলাম না, তখন মন্থর পদে বাসার দিকে রওনা হলাম। পথে আসতে আসতে ভাবলাম, বিপিন বাবুর বাড়ীর দিকে চাইব না, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অতল জলে ডুবে গেল। হঠাৎ সেই বাড়ীর দরজার দিকে চেয়ে দেখলাম—দরজা ভিতর হতে বন্ধ। কোথা হতে আমার অজান্তে একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস প্রাণের গোপন প্রকোষ্ঠ হতে বাইরে বেরিয়ে এসে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

মনের ভেতর একটা অস্বস্তি নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেই

ঠাকুরকে চায়ের জল চড়াতে বললাম। তোমরা বোধ হয় জান, আমি কি রকমের চা-খোর।

ভিজা কাপড় প্রভৃতি ছেড়ে ফেলে একখানি ইজিচেয়ার জানালার নিকটে টেনে নিয়ে বর্ষার বিপুল বর্ষণ দেখবার জন্য বসলাম; কিন্তু বর্ষার অঝোর ধারার পরিবর্ত্তে হিমানীর করুণ মুখখানি জল্ জল্ করে ফুটে উঠল আমার চোখের সামে, মনের দরজায়।

কতক্ষণ যে ঐ ভাবে বসে ছিলাম, তা বলতে পারি না। হঠাৎ হিমানীদের জানালায় চোখ পড়তেই দেখ্‌তে পেলাম হিমানী নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকেই চেয়ে আছে।

জানতে পারিনি কখন যে সুবাস এসে আমার টেবিলের উপর চা রেখে চলে গিয়েছে। লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ, সুবাস আমাকে কি ভেবে গেল!

কিছুদিন এই রকম করে কেটে গেলে, হঠাৎ একদিন সুবাস আমার পড়বার ঘরে ঢুকে এটা ওটা নাড়বার ছলে বলে ফেল্লে, হিমানীর বিয়ের যোগাড় কচ্ছে। কথাটা শুনে অকস্মাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে মনে ভাবলাম—আমার প্রাণ কেন তার জন্য এমন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—হিমানী আমার কে যে তাহার জন্য আমার এই বুকটা পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। যতই মনে করি হিমানীর চিন্তা অন্তর হতে চিরদিনের মত মুছে ফেলব, কিন্তু তা ত হয় না। পাষাণের দাগ কি সহজে ওঠে? তা যে অনন্ত কাল ধরে অঙ্কিত হয়ে থাকে। মনের মধ্যে হাতড়িয়ে দেখি—

মনের এক কোণে হিমানীর মুখটা পাথরে খোদাই করা চেহারার মতই জ্বল জ্বল করছে।

হঠাৎ একদিন বিচিত্র রকমের এক স্বপ্ন দেখলাম। পাশের বাড়ী বিবিধ আলোকমালায় খচিত হয়ে উঠেছে। এত যে আলো—এর মধ্যে সৌন্দর্য্যের লেশমাত্রও নেই; সবই যেন ব্যর্থতার প্রতিমূর্ত্তি।

সেই অত্যুজ্জ্বল আলোর দিকে চেয়ে আছি হঠাৎ কার বেদনা-কাতর ও বিবর্ণ মুখখানি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠিল। চেয়ে দেখলাম—সেই চির-পরিচিতা হিমানীর মুখ।

হিমানী আমাকে দেখে লজ্জিত হয়ে যেমন মুখ ঢাকতে যাবে, হঠাৎ বাইরে হতে উচ্চকণ্ঠের আনন্দ হিল্লোল আসবামাত্র তাহার ব্যথিত মুখ আরো যেন মলিন হয়ে গেল। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে যেমন তাহাকে ধরতে যাব, অমনি খাট থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেলাম।"

হঠাৎ রমেশের স্বর থেমে গেল। আমি তার ডান হাতখানা আমার দুটো হাতের মুঠোর ভেতর তুলে নিয়ে বল্লাম—"তোমার কষ্ট হচ্ছে ভাই—থাক্ আর না হয় নাই বল্লে।" রমেশের কানে সে কথা পৌঁছাল কি না জানি না। সে একটু থেমে বলতে সুরু করে দিলে—"তার পর কি হ'ল তার খানিকটা তোমরা সকলেই জান। সহরের হড় বড় ডাক্তারেরা একবাক্যে অভিমত দিলেন—আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে হবে। ডাক্তারদের অভিমত শুনে মনে মনে ভাবতে লাগলাম

—যার মনে অসুখ, বায়ু-পরিবর্ত্তনে তার কি বিশেষ ফল হবে? নির্জ্জনে মনের ক্ষুধা বাড়বে বইতো কমবে না।

যাক্, তাঁরা সকলেই একবাক্য বোল্লেন—স্বাস্থ্য ও নৈসর্গিক দৃশ্যের পক্ষে দেওঘর ভাল। তাই অন্ততঃ সকলের মন রাখবার জন্য ভাল দিনক্ষণ দেখে দেওঘর অভিমুখে যাত্রা করলাম।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হ'ল। দেওঘরে এসে সেখানে টেকা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠল্। অদূরে ত্রিকূট পর্ব্বত মহাযোগীর ন্যায় ধ্যানে নিমগ্ন এবং তাকে বেষ্টন করে অন্যান্য গিরিশ্রেণীও মৌন, নির্ব্বাক ও নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডায়মান। এতো ধ্যানীর স্থান—যোগীর স্থান; অন্তর যার জর্জ্জরিত, সে কেমন করে এখানে এসে শান্তি পাবে? মনকে শান্ত করবার জন্য পাড়ার পরিচিত লোকদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু কোনো যায়গাই মনকে আকর্ষণ করতে পারল না। সব স্থানে যেন ফাঁকাফাঁকা—নিস্তেজ। এই রকম করে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর, হঠাৎ একদিন, বাড়ীর পথে বেরিয়ে পড়্লাম।

বাসায় ফিরে যা শুনলাম তাতে বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল—অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। হিমানীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক মদ্যপায়ী পঞ্চাশ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম —হিমানী—হিমানী, তোমার অদৃষ্টে এই ছিল।

রমেশের স্বর বেদনায় ভারাক্রান্ত হযে থেমে গেল। উদ্-

ভ্রান্তের মত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার আরম্ভ করলে—

"সেদিন কি বার ঠিক মনে নাই, তবে আকাশের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। বৃষ্টি যে খুবই আসন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। বাইরে বেরুবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে আগাগোড়া একটা চাদরে গা ঢাকা দিয়ে একটা পুরানো মাসিকের পৃষ্ঠা অন্য-মনস্কভাবে উল্‌টাচ্ছিলাম; হঠাৎ, একটা দম্‌কা বাতাস এসে ঘরের আলোকটাকে নিবিয়ে দিয়ে গেল।

ঘর অন্ধকার হওয়ায় চোখ মুদ্রিত করে ইজিচেয়ারের উপর দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বিশ্বের যত চিন্তা এক এক করে ভাববার চেষ্টা করছি, হঠাৎ ঘরের মধ্যে কি একটা শব্দ হল।

শব্দকে লক্ষ্যের মধ্যে না এনে চুপচাপ করে পড়ে আছি, এমন সময় আমার ইজিচেয়ারটা মৃদু কেঁপে উঠল। মনে করলাম —বাতাসের বেগে বুঝি কাঁপছে।

কিন্তু তার পরেই আবার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হল। ত্বরিৎ গতিতে পাশ ফিরে উচ্চস্বরে বলিলাম, "কে, কে, কে তুমি?

কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। এই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে ব্যথিত-নিঃশ্বাস কোথা হতে আসে? একটু পরে আবার একটি শব্দ। কালবিলম্ব না করে যেমন ইজিচেয়ার হতে উঠতে যাব, এমন সময় কার দুটী কোমল হাত আমার পাদুটী জড়িয়ে ধরল। আমি শশব্যস্তে পা সরিয়ে নিতেই

আমার মনে হোলো দুই ফোঁটা অশ্রু আমার পায়ের উপর ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে করুণ সুরে কে বললে, "একটু দাঁড়ান।'

আমি তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বললাম, "এই রাত্রে এই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে কোন্ সাহসে ঢুক্‌লে, তুমি কে ?"

ব্যথিত-কণ্ঠে সে উত্তর দিল "আমার নাম শুনে আপনার কোন লাভ নেই—আমি বড় অভাগিনী।"

হঠাৎ সেই একদিনের শোনা স্বরটা আমার কাণের কাছে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—সেই স্বর, যে স্বর একদিন শুনেই আমার মনের ভেতর গাঁথা হয়ে আছে।

আমি সবিস্ময়ে বললাম—"কে তুমি, হিমানী—তুমি!" তার পর আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম,—"দাঁড়াও—আমি আলো আনি।" বলেই আলো আনবার জন্য বেরিয়ে গেলাম। আলো নিয়ে ফিরে এসে দেখি নেই—কেউ কোথাও নেই। ছুটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ীতে কান্নার রোল উদ্দাম হ'য়ে উঠল।"

এই বলেই রমেশ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে তখন বৃষ্টি বাতাসের মাতামাতি সুরু হয়ে গিয়েছে।

পরাজয়

এক

সখী মুরলাকে নির্জ্জনে পাইয়া রাজকুমারী তরঙ্গিকা বেদনা-দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "মুরলা, আজ যুদ্ধের সংবাদ কি ?"

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে মুরলা উত্তর দিল, "যুদ্ধের খবর শুনে তোমার লাভ কি রাজকুমারী ?"

"না, আমায় বোল্‌তেই হবে আজ যুদ্ধের খবর কি—"

রাজকুমারীর প্রশ্নে মুরলা কহিল, "এইমাত্র দূত এসে সংবাদ দিল যে মহারাজের জয়ের সম্ভাবনা খুবই বেশী।"

শুনিয়া রাজকুমারী কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা মুরলা, তুই বোল্‌তে পারিস্, যুদ্ধ কোরে কি লাভ হয় ?"

রাজকুমারীর কথা শুনিয়া মুরলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যুদ্ধ কোরে লাভ আছে বৈ কি রাজকুমারী—নইলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে কেন ?"

কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন চিত্তে রাজকুমারী কহিল, "লাভ ত ভারী, কেবল প্রাণনাশ আর রক্তের স্রোত; এই ত লাভ, না আর কিছু আছে মুরলা ?"

রাজকুমারী মুরলার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারীর উত্তরে মুরলা কহিল, "যুদ্ধ কোরতে গেলেই মানুষ

মরে, আর রক্তেরও স্রোত বয়—এটা স্বাভাবিক। রাজারা যুদ্ধ করে কেন, না, তাঁদের মান প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য ও রাজ্য বিস্তার হবে বোলে।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া রাজকুমারী কহিল, "এর জন্যই কি যুদ্ধ! আচ্ছা মুরলা, পরের রাজ্য মেরে-ধরে কেড়ে নিলে তাতে আত্মসম্মান বাড়ে না কমে? আমাদের রাজ্য বিস্তার করবার কি প্রয়োজন?" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় এবং চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল।

রাজকুমারীর আর্দ্র চক্ষু দেখিয়া মুরলা কহিল,—"তুমি এত দুঃখ কর কেন? এটা রাজধর্ম্ম—এতে ত কোন অন্যায় নাই। তুমি চেষ্টা কোর্‌লেই কি যুদ্ধ একেবারে বন্ধ হোয়ে যাবে—তা' হবে না। এই যুদ্ধ যুগ-যুগ ধরে চলে আস্‌ছে। এ কেউ বন্ধ কোর্‌তে পারেনি—এবং কোনদিন যে বন্ধ হবে এ আশাও কম।"

মুরলার কথা শুনিয়া কম্পিত কণ্ঠে রাজকুমারী কহিল, "তবে কি এই যুদ্ধ সমান ভাবেই চিরকাল চল্‌বে?"

মুরলা কহিল, "যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যে পশু-শক্তি বজায় থাক্‌বে, ততদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।"

"না মুরলা, যুদ্ধ করা ভাল নয়। আমি মহারাজকে অনুরোধ কোর্‌ব—তিনি যেন আর যুদ্ধ না করেন। এতে লাভ কি—লোক-ক্ষয় ও রাজ্যনাশ ছাড়া অন্য কিছু লাভ আছে কি?" বলিয়া রাজকুমারী বিষণ্ণ চিত্তে বাতায়নে দাঁড়াইয়া সুদূর-প্রসারিত গিরি-মালার দিকে নিমেষহারা দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারীর অকারণ চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখিয়া মুরলাও নীরবে রাজকুমারীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

৫

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসের পেলব পরশে রাজকুমারীর আঁখি-যুগল ঘুমের ঘোরে মুদিয়া আসিল। কিছুকাল দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া হঠাৎ রাজ-প্রাসাদের তোরণ হইতে নহবতের রাগিণী কাণে আসিয়া প্রবেশ করিবামাত্র, রাজকুমারী চকিতে উঠিয়া মুরলাকে ডাকিয়া কহিল, "মুরলা, একবার ওঠ ত—"

রাজকুমারীর আহ্বানে মুরলা উঠিয়া কহিল, "ডাক্‌ছ কেন রাজকুমারী?"

"এখনি গিয়ে একবার শুনে এস ত যুদ্ধের সংবাদ কি?"

চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিতে করিতে মুরলা কহিল, "আচ্ছা রাজ-কুমারী, তুমি এত উতলা হোয়ে পড়্‌ছ কেন? যুদ্ধ জয় হোক বা নাই হোক, তার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত কেন?"

মুরলার কথায় রাজকুমারী ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "আমি উতলা হব না তবে হবে কে?" বলিয়া সে মুরলার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মুরলা রাজকুমারীর প্রাণের গোপন বেদনা বুঝিতে পারিল; সে ত্বরিত গতিতে বাহির হইয়া গেল।

মুরলা দৃষ্টির অন্তরাল হইলে, রাজকুমারী তরলিকা তাহার কারু-

কার্য্যখচিত মূল্যবান অঙ্গরাখার মধ্য হইতে একখানি চিত্র বাহির করিয়া একদৃষ্টিতে তাহাই দেখিতে লাগিল।

দর্শনে যখন তৃষ্ণা মিটিল না, তখন অতি সন্তর্পণে উহা বুকের অতি নিকটে লইয়া, কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার-পর অতি গোপনে সেই চিত্রখানির উপর একটি মৃদু চুম্বন আঁকিয়া দিল। লজ্জায় তাহার বদনকমল রক্তিম হইয়া উঠিল।

৭

হঠাৎ দূত আসিয়া আশু জয়ের সংবাদ দিবা মাত্র রাজপুরীর বিরাট নীরবতা চকতে হর্ষের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজপথ জনসমাগমে লীলায়িত হইয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

তারপর অন্য এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল—শত্রুপক্ষ নববলে বলীয়ান হইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছে। তাহা-দের অমানুষিক বিক্রম প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য।

এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, রাজপ্রাসাদের আলোক-মালা নিবিয়া গেল। প্রাসাদ-তোরণের নহবৎ নীরব হইয়া গেল—ফুলের রাশি ধূলায় ঝরিয়া পড়িল। পৌর ও জানপদবাসিদিগের প্রফুল্ল মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদের চিহ্ন চারিদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

মহারাজের আদেশে গোপন সভা আহূত হইল। তাহাতে স্থির হইল যে, তিনি নিজে যুদ্ধস্থলে যাইবেন।

* * * *

মহারাজের আগমন সংবাদে সৈনিকবৃন্দ বিপুল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শত্রুদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে মথিত করিয়া ফেলিল। সৈনিকদিগের অতুল বীর্য্যের সম্মুখে শত্রুসৈন্য অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিল না, বন্যার জলের মত দেখিতে দেখিতে তাহারা ভাসিয়া গেল।

যখন শত্রুপক্ষের আর কেহই যুদ্ধস্থলে দেখা দিল না, তখন মহারাজ যুদ্ধস্থল পরিদর্শনে বাহির হইলেন। অদূরে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—একটি রমণীমূর্ত্তি ধূলায় মলিন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ত্বরিত গতিতে নিকটে গিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন। মৃতার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া আকুল কণ্ঠে রাজা কাঁদিয়া উঠিলেন—"মন্ত্রী, আজ যে আমার পরাজয়!"

বিভ্রম

শিল্পী—সে তরুণ যুবক।

যে স্থানে পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া নৃত্য-লীলা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-নদী নিপুণ নর্ত্তকীর মত উপলখণ্ড মুখরিত ও চকিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহারই তট-প্রান্তে শিল্পীর আশ্রম।

সে প্রতিদিন নক্ষত্র-খচিত উন্মুক্ত আকাশতলে নদীর বিচিত্র কলতানে তাহার মানসী-মূর্ত্তিকে আপন মনে ধ্যান করিত। ধ্যানে আপন-ভোলা হইয়া, কত বিনিদ্র রজনী নীরবে কাটিয়া যাইত; তথাপি শিল্পীর সে ধ্যান ভাঙ্গিত না।

শিল্পীর এক নূতন বন্ধু, নাম তার চিত্রা। সে পাহাড়ীয়া রমণী, লাজ-সঙ্কোচ-ভয়-হীনা। নিটোল দেহলতা দুলাইয়া দুলাইয়া পাহাড়ের স্তর ভাঙ্গিয়া সে চলিত; কোথাও বা গতি মন্দ এবং কোথাও বা দ্রুত।

চিত্রার রক্তগোলাপ-সদৃশ ঠোঁটের দুইপাশে সর্ব্বদাই হাসি বিরাজিত। মুখে চিন্তার কোন চিহ্ন মাত্র নাই—যেন সদাই উৎফুল্ল। মুক্ত-প্রকৃতি অজস্র ধারায় বিপুল সৌন্দর্য্যরাশি তাহার উপর বর্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তাহাকে একবার দেখিলে নয়ন ধাঁধিয়া যায় না, বরং চক্ষু শীতল হয়।

প্রতি সন্ধ্যায় চিত্রা তাহাদের গৃহ-পালিত পশু লইয়া সেই দুরা-

রোহ বন্ধুর ও অসমতল পার্ব্বত্য-পথ দিয়া মন্থর গতিতে ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গৃহে ফিরিত এবং শ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, শিল্পীর কুটীর-দ্বারে আসিয়া একবার বসিত এবং তাহার কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিত না।

শিল্পী একদিন তাহার কার্য্যে নিবিষ্ট আছে, এমন সময় হঠাৎ চিত্রা আসিয়া চকিতে কহিল, "ওখানা কার ছবি?"

শিল্পীর কোন উত্তর না পাইয়া চিত্রা পুনরায় বলিল, "ওখানা কার ছবি?"

শিল্পী চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—হাস্য-মুখী চিত্রা; তার সারা অঙ্গ বনফুলে মণ্ডিত।

'কখন এলে—তোমার গরু কোথায়—আজ বুঝি আর পাহাড়ে পাহাড়ে গরুর খোঁজে যাওয়া হবে না' ইত্যাদি প্রশ্নে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

চিত্রা প্রেমের ভাবে কণ্টকিত হইয়া কহিল, 'না, আজ আর পাহাড়ে যাব না—এইজন্য পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে।' বলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিখানির উপর চপল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"কেন আজ যাবে না—ভাল লাগে না বুঝি?" বলিয়া শিল্পী তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

চিত্রা তাহার স্বভাব-কোমল-স্বরে কহিল, 'রোজ ত যাই—আজ আর নাই বা গেলাম। আমার ভাই মণিয়া আজ যাবে।" বলিয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিল।

"তা বেশ—আর কোন কথা আছে।' বলিয়া শিল্পী কাজে মন দিল।

চিত্রা মৃদুস্বরে কহিল, "আমাকে আঁকা শেখাবে—আমার বড় ভাল লাগে।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া শিল্পী উত্তর দিল—"শেখাব, তুমি এস।"

* * * * *

কয়দিন হইল চিত্রার কোন সন্ধান নাই। তাহার বাপ ও অন্যান্য পাহাড়ীরা পাহাড় তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে,—কিন্তু কোথাও তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই।

শিল্পীর মন আজ যেন কিসের ভারে ভারাক্রান্ত। কিছুতেই মন স্থির হইয়া বসিতেছে না। উন্নত কপাল চিন্তার ঘন রেখায় খচিত, কুঞ্চিত কেশ-কলাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; দৃষ্টি আপন-হারা, যেন সুদূর ভবিষ্যতে কাহার সন্ধানে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

অবশেষে সন্ধান করিয়া চিত্রার বাপ ও অন্যান্য আত্মীয়েরা উপস্থিত হইল—শিল্পীর আশ্রমে।

শিল্পীকে চিত্রার অনুরূপ মূর্ত্তি আঁকিতে দেখিয়া, তাহারা স্থির করিল—এই লোকটী চিত্রাকে পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া এই মূর্ত্তি আঁকিছে।

শিল্পীকে চমক্ ভাঙ্গাইয়া তাহারা কহিল, "চিত্রা কোথায়?"

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, "তাই ত—চিত্রা কোথায়?"

বলিয়া নিবিষ্ট মনে নিজ অঙ্কিত চিত্রটি দেখিতে লাগিল। তারপর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই ত আমার চিত্রা!"

লোকটাকে পাগল মনে করিয়া, তাহারা বিষণ্ণ মনে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল।

অনতিবিলম্বে কোথা হইতে বন্য হরিণীর মত চিত্রা আসিয়া শিল্পীর পাদমূলে পড়িয়া কহিল—'এই ত তোমার চিত্রা।" বলিয়া ঝড়ের মতন ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

শিল্পী অবাক্।

* * * * *

কিয়ৎক্ষণ পরে শিল্পী সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "তাই ত, চিত্রা—চিত্রা—চিত্রা।" বলিয়া ডাক দিতে দিতে তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

উচ্চ একটি শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া কানন-গিরি মুখরিত করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে শিল্পী ডাকিল, "চিত্রা—চিত্রা—চিত্রা।"

ধ্যান-নিরত গিরিশ্রেণী গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিল—'চিত্রা—চিত্রা—চিত্রা।'

তার পর হাস্যমুখরা নদীর জলে হীরকের টুকরা ছিটাইয়া শব্দ হইল—ঝপ্; প্রত্যুত্তর হইল—ছপ্।

তারপর সব নীরব, নিথর, নিঝুম।

৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড়বাড়ী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (৩য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোনার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। নাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
২০। ছালদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক (২য় সং)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।
২৩। দুঃখের দেওর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রুবির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর (২য় সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
৫৬। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৫৭। হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর।
৫৮। বোঝাপড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।
৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।
৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।
৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রদ্যুম্নচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি।
৬৩। প্রতিজ্ঞা—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।
৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল।
৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
৬৬। পাখীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ।
৬৭। চতুর্ব্বেদ (সচিত্র)—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন।
৬৮। মাতৃহীন—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।
৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল।
৭২। জীবন সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭৪। বাজীকর—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
৭৫। স্বয়ম্বরা—শ্রীবিধুভূষণ বসু।
৭৬। আকাশ কুসুম—শ্রীনিশিকান্ত সেন।
৭৭। বরপণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৭৮। আহুতি—শ্রীমতী সরসীবালা বসু।
৭৯। আত্মা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা